বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ অক্টোবর ২০১৯

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **জনাব জাহিদ মালেক,** এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **শেখ ইউসুফ হারুন**
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ :

১। **জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু,** অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) - আহ্বায়ক
২। **জনাব মোঃ শাহ্ আলম,** অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা) - সদস্য
৩। **ড. শাহেদ ইকবাল মোঃ মাহবুবুর রহমান,** যুগ্মসচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা) - সদস্য
৪। **ড. আশরাফুন্নেছা,** পরিচালক (আইইএম), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর - সদস্য
৫। **এ. কে. এম. শামিমুল হক ছিদ্দিকী,** যুগ্মসচিব (পার অধিশাখা) - সদস্য
৬। **বেগম ইশরাত জামান,** উপসচিব (নার্সিং শিক্ষা)-সদস্য
৭। **জনাব মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ,** উপসচিব (প্রশাসন-১) - সদস্য
৮। **জনাব মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন,** উপসচিব (পার-১) - সদস্য
৯। **বেগম দেবী চন্দ,** উপসচিব (প্রশাসন-৩)-সদস্য
১০। **জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বকাউল,** উপসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা-১)- সদস্য
১১। **জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের,** উপসচিব (প্রশাসন-২) - সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : **মোঃ মাহফুজার রহমান,** ডিজাইনার, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মুদ্রণে : প্রেস শাখা, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রকাশের তারিখ : ১৫ অক্টোবর ২০১৯

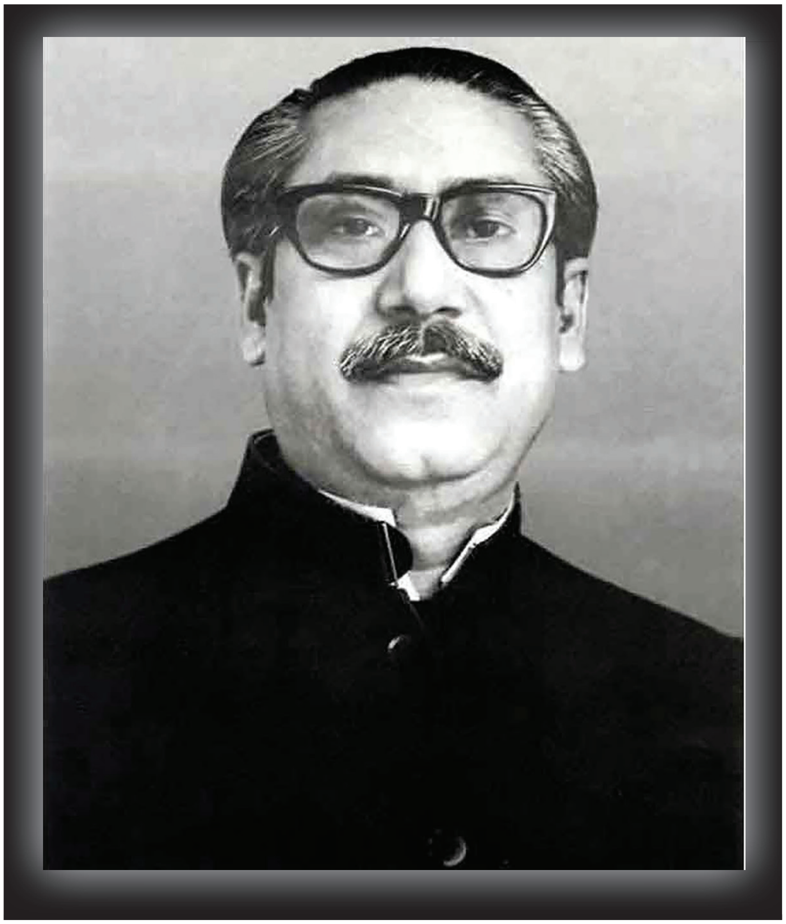

“মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।”

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“অসুস্থ হলে আমাকে বিদেশে নিবেন না
আমি দেশের মাটিতেই চিকিৎসা নিব।”

-শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সম্মানসূচক 'ভ্যাকসিন হিরো' এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ। শিশুদের টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে গ্লোবাল এ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এন্ড ইমিউনাইজেশন (গ্যাভি) এর চেয়ারপার্সন **Dr. Ngozi Okonjo Iweala** নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং মানসম্মত ও আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের গত এক বছরের সম্পাদিত কার্যাবলী ও অর্জিত সাফল্য জনসমক্ষে তুলে ধরতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ফলে এ বিভাগের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আরও নিশ্চিত হবে। মানসম্মত ও আধুনিক স্বাস্থ্য শিক্ষা নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত দক্ষ চিকিৎসক তৈরি করার লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও খুলনা বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নতুন ও আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব কর্নার স্থাপন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাকে সরকার কাঙ্ক্ষিত মানে নিয়ে যেতে পেরেছে।

সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হার কমেছে। প্রজনন হার ২.০৫ এ নেমে এসেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ১.৩৩%।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য শুভ কামনা রইল। ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

Zahid Maleque

জাহিদ মালেক, এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছানো এবং মানসম্মত ও আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষা নিশ্চিতকরণের প্রত্যয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী এবং অর্জিত সাফল্যের সমন্বয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এছাড়া, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের অংশ হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশেরও বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, চিকিৎসা খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং পরিবার পরিকল্পনা ও নার্সিং শিক্ষার মানোন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন, নার্সিং শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য মুগদায় National Institute of Advanced Nursing Education and Research (NIANER) প্রতিষ্ঠা, উচ্চতর চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান “বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার” স্থাপন করা হয়েছে।

এ বিভাগের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। প্রজনন হার হ্রাসে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ দেশের মানুষের জন্য সেবার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে আগত বাস্তুচ্যুত প্রায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাদেরও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। আর্তমানবতার মূর্ত প্রতীক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা, ইপিআই ও বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব (যেমন হাম, কলেরা ও ডিপথেরিয়া) দেখা দিলে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে আরও প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাবে বলে আমি মনে করি। এ কার্যক্রমের সাথে যারা জড়িত রয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

শেখ ইউসুফ হারুন

আহ্বায়কের কথা

আহ্বায়ক, সম্পাদনা পরিষদ
ও
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) 'সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে' এ বিভাগ সদা সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর। মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সূচকে আশেপাশের যেকোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশের স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধিতে দক্ষ চিকিৎসক, নার্সসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব পূরণে নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজসহ ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের এসব উদ্যোগের ফলে দক্ষ জনবল ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠার মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়া আরও সহজতর হবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কার্যাবলি, গত অর্থবছরে এ বিভাগ ও অধীন দপ্তরসমূহে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, বাজেট, সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ, অপারেশনাল প্লানসমূহে কাজের অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশ করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি এবং জনাব শেখ ইউসুফ হারুন, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর সার্বিক দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সহজতর হয়েছে।

মন্ত্রণালয় এবং অধীন বিভাগ ও দপ্তর/অধিদপ্তর, সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এ প্রতিবেদনটি। বিশেষ করে সম্পাদনা পরিষদ প্রতিবেদনটি প্রকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রতিবেদনটিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশন করা হয়েছে, যা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কর্মের উৎস হিসেবে কাজে আসবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মপরিধি সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিগণ জ্ঞানলাভে সক্ষম হবেন। প্রতিবেদনটি নির্ভুল, তথ্যভিত্তিক ও ত্রুটিমুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে, তদুপরি অসাবধানতাবশত কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সম্মানিত পাঠকগণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। সম্মানিত পাঠকগণের মূল্যবান পরামর্শ পেলে ভবিষ্যতে প্রতিবেদনটি আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সম্পাদনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায়

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্মৃতি রাণী ঘরামী
সাবেক অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০১
০২	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অভিযাত্রা	০২
০৩	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	০৩
০৪	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী	০৩
০৫	সাংগঠনিক কাঠামো	০৩
০৬	বর্তমান সরকারের বিগত ১০ বছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ খাতে সাফল্য	০৫
০৭	২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	০৮
০৮	সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রম	১০
	চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম	১১
	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	১৯
	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৩৩
	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	৫১
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৫৯
০৯	প্রকল্প/অপারেশন প্ল্যান/সেক্টর কর্মসূচি	৬৭
১০	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন	৭১
১১	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	৭৮
১২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচার কার্যক্রম	৮৫
১৩	আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	৮৭
১৪	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ইনোভেশন ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম	৮৯
১৫	বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বিশেষ উদ্যোগ	৯১
১৬	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়	৯২
১৭	ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	৯৩
১৮	ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ	৯৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ার প্রয়াসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র সদয় নির্দেশনায় চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি ১০৫টি মেডিকেল কলেজ, ৪টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ১৮টি নার্সিং কলেজ, ৮৯টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানে দেশব্যাপী কাজ করছে।

ইতঃপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৩১টি সরকারি মেডিকেল কলেজ ছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নওগাঁ, নীলফামারী, মাগুরা, চাঁদপুর ও নেত্রকোনায় নতুন ৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ১৮৭১টি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৯টি মেডিকেল কলেজে ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ, পাবনা নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর, কিশোরগঞ্জ নার্সিং ইন্সটিটিউটে নতুন নার্সিং হোস্টেল নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে নতুন পুরুষ হোস্টেল নির্মাণ ও নারী হোস্টেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে National Center for Cervical & Breast Cancer Screening & Training এবং Institute of Paediatric Neuro Disorder & Autism (IPNA) স্থাপন করা হয়েছে। Conversion of BSMMU into Center of Excellence প্রকল্পের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও একাডেমিক সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন অনুষদ সৃষ্টিসহ অত্যাধুনিক পরিষেবা সাশ্রয়ী মূল্যে প্রদানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ‘সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল’ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। ইতোমধ্যে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

নোয়াখালী জেলার কবিরহাট, নরসিংদী জেলার শিবপুর, সিরাজগঞ্জ জেলার সদর, গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর এবং বগুড়া জেলার শেরপুরে ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন, লক্ষীপুর জেলায় ২টি এবং নোয়াখালী জেলায় ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সাতক্ষীরা ও ঢাকার মহাখালীতে ২টি হেলথ্ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, মাদারীপুর, নওগাঁ ও রাজবাড়ীতে মোট ৩টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৩৮টি পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম স্টোর তৈরি করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ১৫টি প্রকল্পের আওতায় এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১,৮২৪.৫৮ কোটি টাকার বিপরীতে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১,৩৭৬.৪১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। উল্লেখ্য, Maternal and Child Health Care Training Institute (MCHTI), Lalkuthi, Mirpur, Dhaka শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ১,৮৯২.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মানিকগঞ্জ সদরে নিপোর্টের আওতাধীন একটি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই) নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিবার কল্যাণ, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সম্প্রতি এ বিভাগের আওতায় বিভিন্ন ধরনের ১৪,৫৯০ টি পদ সৃজন করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ১২৯ জন মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সেবাকেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও দেশব্যাপী ২৮৫৪টি কেন্দ্রে চালুকৃত ২৪ ঘন্টা ৭ দিন নিরাপদ প্রসব সেবা, অধিকাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ২০০9 সাল হতে এ যাবৎ প্রায় ৭ লক্ষাধিক মা এবং ৯ লক্ষাধিক শিশুর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে যথাক্রমে ১.৬৯ ও ২৯ হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬৩.১% এ উন্নীত হয়েছে এবং মোট প্রজনন হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২.0৫ হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন ১২টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই) এবং ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরটিসি)-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থার মোট ৩৬,১৯৭ জন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, সুপারভাইজার ও মাঠকর্মীদেরকে নিপোর্টের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের নিবন্ধন সহজীকরণের লক্ষ্যে নিপোর্ট ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (Digital Registration System-DRS) নামে একটি Application Software (Apps) তৈরি করেছে। বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (BHFS) ২০১৭-এর প্রিলিমিনারি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাস্টার্স ইন মিডওয়াইফারি কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে। ২য় শ্রেণির ২৪৯ জন নার্সিং কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ১৪৩ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ৪০ জন নার্সকে ইংরেজি ভাষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলাধীন Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN's) ক্যাম্পের আওতায় গর্ভবতী রোহিঙ্গা নারীদের ১,৩১,০৬৭ বার এএনসি সেবা, ৩,৩২৯টি প্রসব সেবা এবং ২১,৪৭০ বার পিএনসি সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ৩৫,০০০ গর্ভবতী মাকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও ৩,২৮,২৮৪ জন ০-৫ বছর বয়সী শিশুসেবা, ৭,৬৩,৭৩৪ জন সাধারণ রোগীর সেবা এবং ১,০০,১১০ জনকে অন্যান্য প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মর্যাদাপূর্ণ এমডিজি পুরস্কার, সাউথ-সাউথ পুরস্কার, GAVI পুরস্কারের ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি Vaccine Hero সম্মাননা লাভ বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে এ বিভাগ বদ্ধপরিকর।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অভিযাত্রা

একটি শিক্ষিত ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী একটি জাতির সম্পদ। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে এ মন্ত্রণালয়ের অভিযাত্রা সূচিত হয়। তখন এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন মুজিবনগর সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৪ সালে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বিভক্ত করে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও শ্রম মন্ত্রণালয় এবং ১৯৮১ সালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়। এরপর ১৯৯০ সালে মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ভিত্তিক কার্যক্রমটি নামে প্রতিফলনের প্রয়োজনে এ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয় ।

চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন ও পরিকল্পিতভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যতীত জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলাদা বিভাগ গঠনের উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ১৬/০৩/২০১৭ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (Health Services Division) এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (Medical Education and Family Welfare Division) দুটি বিভাগ গঠন করা হয় এবং দুটি বিভাগের Allocation of Business নির্ধারণ করে দেয়া হয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, সর্বজনীন পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা জোরদারকরণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণ। গেজেটে বর্ণিত ৩৩টি বিষয়ে এ বিভাগ কাজ করছে। এ লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষা উইং, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নার্সিং শিক্ষা উইং, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, মেডিকেল কলেজসমূহ, নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, আইএইচটি, ম্যাট্স ইউনানী, আয়ূর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও মিডওয়াইফারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে- পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যুগোপযোগী আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত যুগোপযোগী আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ; স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত সেবার পরিধি সম্প্রসারণ; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, জাতীয় জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত স্থাপনা, সেবা ইনস্টিটিউট ও কলেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ; শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

এ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এ বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন ও প্রদত্ত দিকনির্দেশনা এ নতুন বিভাগের কার্যক্রমকে আরো বেগবান ও ত্বরান্বিত করবে।

রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবা

অভিলক্ষ্য (Mission)

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী ও গুণগত পরিবার পরিকল্পনা সেবা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন
- অধীনস্থ অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি
- উচ্চতর মেডিকেল শিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়
- স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক কার্যক্রম সমন্বয়
- মাঠপর্যায়ে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম তদারকি
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, ইপিআই কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমন্বয়
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম তদারকি
- বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়ন
- অধীনস্থ কাউন্সিলসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান
- উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয়

সাংগঠনিক কাঠামো

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ৬টি অনুবিভাগ, ১৪টি অধিশাখা ও ৩৮টি শাখা/ইউনিট রয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৬৭টি, ১০ম গ্রেডের ৫১টি, ১২তম-১৬তম গ্রেডের ৫০টি ও ২০তম গ্রেডের ৪৩টিসহ মোট ২১২টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১ জন সচিব, ৫ জন অতিরিক্ত সচিব, ১২ জন যুগ্মসচিব, ১৪ জন উপসচিব, ৫ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ৬ জন সহকারী সচিব ও ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-এর সাংগঠনিক কাঠামো

কার্যপরিধি

১. পরিবার পরিকল্পনা, চিকিৎসা শিক্ষা, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী, দেশজ, হোমিওপ্যাথিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, ম্যাটস ও আইএইসটি, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার যন্ত্র বিষয়ক নীতি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা;
২. বিএমডিসি, এসএমএফ, বিএমআরসি, বিএনএমসি সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং মেডিকেল, ডেন্টাল, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী পেশাদার এবং বিকল্প চিকিৎসক কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জাতীয় ও সামাজিক পর্যায়ে প্রচারণা ও প্রণোদনা প্রদান;

কার্যপরিধি

৪. জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ ক্রয়, মজুদ এবং বিতরণ, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, নিমিউ এন্ড টিসি, টেমো এবং অধীনস্থ অন্যান্য দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি;
৬. বিভাগের সম্পত্তি, আইন, বাজেট, পরিসংখ্যান, ফিস ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা।

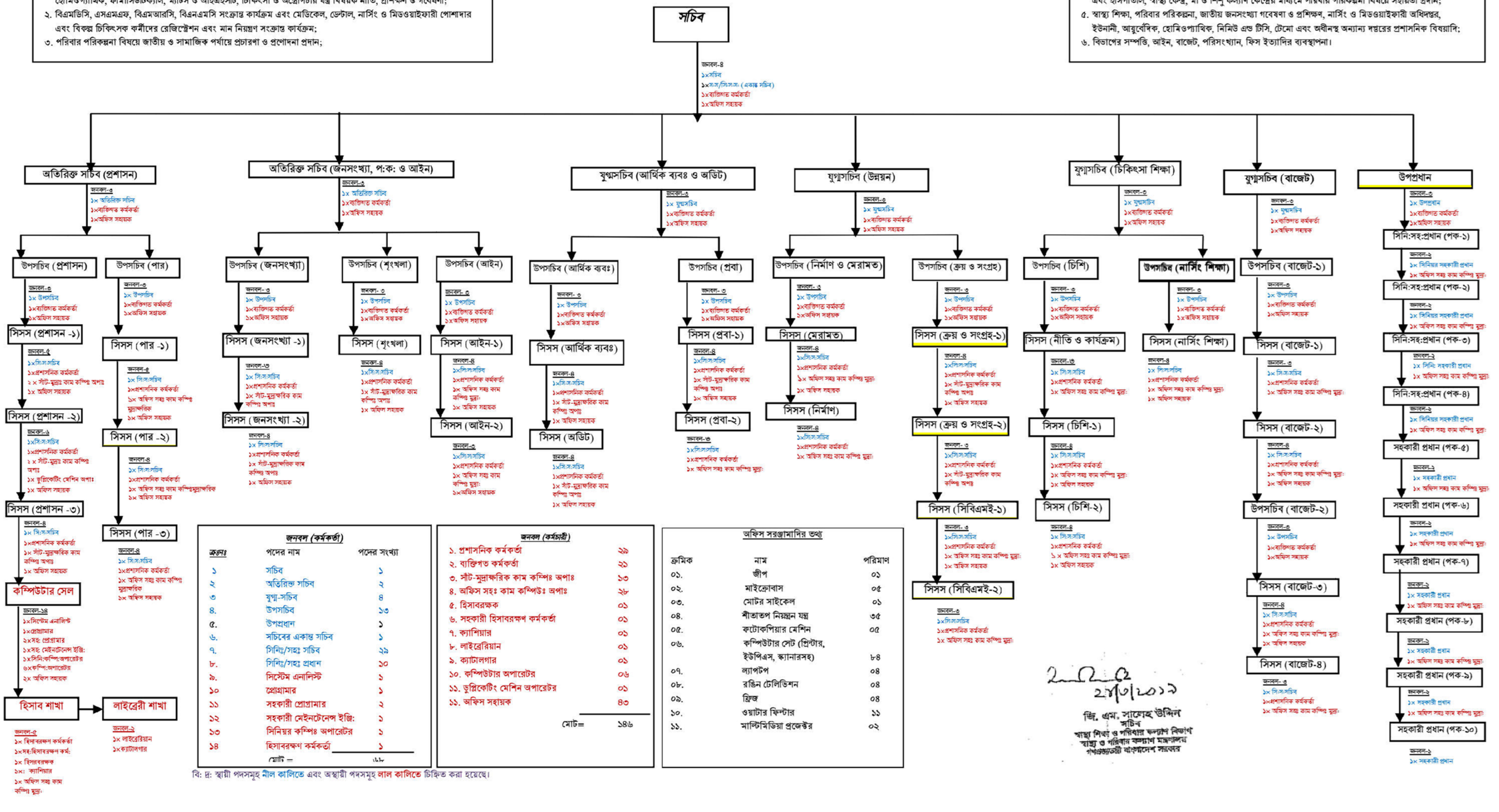

জনবল (কর্মকর্তা)

ক্রঃনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	২
৩	যুগ্ম-সচিব	৪
৪.	উপসচিব	১৩
৫.	উপপ্রধান	১
৬.	সচিবের একান্ত সচিব	১
৭.	সিনিঃ/সহঃ সচিব	২৯
৮.	সিনিঃ/সহঃ প্রধান	১০
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	১
১০	প্রোগ্রামার	১
১১	সহকারী প্রোগ্রামার	২
১২	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:	১
১৩	সিনিয়র কম্পিঃ অপারেটর	১
১৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
	মোট =	৬৮

জনবল (কর্মচারী)

১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯
২. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১
৩. সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ	১৩
৪. অফিস সহঃ কাম কম্পিউঃ অপাঃ	২৮
৫. হিসাবরক্ষক	০১
৬. সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
৭. ক্যাশিয়ার	০১
৮. লাইব্রেরিয়ান	০১
৯. ক্যাটালগার	০১
১০. কম্পিউটার অপারেটর	০৬
১১. ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০১
১১. অফিস সহায়ক	৪৩
মোট=	১৪৬

অফিস সরঞ্জামাদির তথ্য

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
০১.	জীপ	০১
০২.	মাইক্রোবাস	০৫
০৩.	মোটর সাইকেল	০১
০৪.	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	৩৫
০৫.	ফটোকপিয়ার মেশিন	০৫
০৬.	কম্পিউটার সেট (প্রিন্টার, ইউপিএস, স্ক্যানারসহ)	৮৪
০৭.	ল্যাপটপ	০৪
০৮.	রঙিন টেলিভিশন	০৪
০৯.	ফ্রিজ	০৪
১০.	ওয়াটার ফিল্টার	১১
১১.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	০২

বি: দ্র: স্থায়ী পদসমূহ নীল কালিতে এবং অস্থায়ী পদসমূহ লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জি. এম. সালেহ উদ্দিন
সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বর্তমান সরকারের বিগত ১০ বছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ খাতে সাফল্য

পরিবার কল্যাণ খাতে সাফল্য

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০৪ এর ১.৪৩ % (BDHS-2004) থেকে বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১.৩৩% হয়েছে (SVRS-2018);
- মোট প্রজনন হার বা নারী প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ২০০৭ সালের ২.৭ (BDHS-2007) থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২.০৫ হয়েছে (SVRS-2018);
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালে ছিল ৫৫.৮% (BDHS-2007), বর্তমানে তা বেড়ে ৬৩.১% হয়েছে (SVRS-2018);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের ড্রপ আউটের হার ২০০৭ সালের ৪২.২% (BDHS-2007) থেকে বর্তমানে ৩০% এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS-2014);
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০০৭ সালের ১৭.৬% শতাংশ (BDHS-2007) থেকে বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১২% হয়েছে (BDHS-2014);
- বর্তমানে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে দুই সন্তান বিশিষ্ট ৭৯% (BDHS-2014) নারী পরবর্তী সন্তান গ্রহণে অনিচ্ছুক যা ২০০৪ সালে ৬৭% ছিল;
- মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৬ সালে ছিল ২.৯ (Mid-term MDG report 2007, Bangladesh) জন যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১.৬৯ হয়েছে (SVRS-2018);
- নবজাতকের মৃত্যুহার ২০০৭ সালে ছিল প্রতি হাজারে ৪৩ (BDHS -2007), যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১৬ হয়েছে (SVRS-2018);
- ০-১ বছর বয়সী শিশুমৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৭ সালে ছিল ৫২ জন (BDHS-2007), বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে ২২ হয়েছে (SVRS-2018);
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৭ সালে ছিল ৬৫ জন (BDHS -2007), যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ২৯ হয়েছে (SVRS-2018) ;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীর সহায়তায় শিশুজন্মের হার ২০১১ সালের ৩২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪২% হয়েছে (BDHS-2014)।
- পরিবার পরিকল্পনা বিভাগীয় এমআইএস কার্যক্রমের আওতায় পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (পিআরএস) এর মাধ্যমে প্রায় এক কোটি মানুষের জনমিতিক তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এক নজরে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সূচকে অর্জন

সূচক	২০০৯	২০১৮
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৯%	১.৩৩%
মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা (টিএফআর)	২.৭	২.০৫
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার	৫৮.৮%	৬৩.১%
মাতৃমৃত্যুহার (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে)	২.৯	১.৬৯
০-২৮ দিন বয়সী নবজাতকের মৃত্যু হার	৩৭	১৬
০-১ বছর বয়সী শিশুমৃত্যু হার	৫২	২২
০-৫ বছর বয়সী শিশুমৃত্যু হার	৬০	২৯
অপূর্ণ চাহিদার হার	১৭%	১২%
প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি	৩০%	৫০%
		তথ্যসূত্র: এসভিআরএস ২০১৮

বিগত ১০ বছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠান	২০০৯	২০১৮	বৃদ্ধির সংখ্যা
মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১	৪	৩
সরকারি মেডিকেল কলেজ	১৭	৩৬	১৯
আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ	১	১	০
আর্মি মেডিকেল কলেজ	০	৫	৫
বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	৩২	৭০	৩৮
সরকারি ডেন্টাল কলেজ	১	১	০
বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ	৭	১২	৫
সরকারি ডেন্টাল ইউনিট	২	৮	৬
বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিট	০	১৫	১৫
সরকারি নার্সিং কলেজ	৪	১৮	১৪
সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট	৩৪	৪৩	৯
বেসরকারি নার্সিং কলেজ	৩	৫৮	৫৫
বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট	২০	১৬১	১৪১
সরকারি মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট	০	৩৮	৩৮
বেসরকারি মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট	০	১৭	১৭
সরকারি ম্যাটস্	৫	১১	৬
সরকারি আইএইচটি	২	১৪	১২
বেসরকারি ম্যাটস্	০	২০০	২০০
বেসরকারি আইএইচটি	২১	৯৭	৭৬
সর্বমোট	**১৫০**	**৮০৯**	**৬৫৯**

বিগত ১০ বছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন বৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠান	২০০৯	২০১৮	বৃদ্ধির সংখ্যা
সরকারি মেডিকেল কলেজ	২,৩১০	৪,০৬৮	১,৭৫৮
বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	৩,০৬৫	৬,২৩১	৩,১৬৬
সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট	২০৫	৫৩২	৩২৭
বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট	৬৩০	১,৪০৫	৭৭৫
সরকারি নার্সিং কলেজ	৩০৫	১,৪৩৫	১,১৩০
বেসরকারি নার্সিং কলেজ	৬৫	২,৬৭০	২,৬০৫
সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট	১,১৫৫	২,৫৮০	১,৪২৫
বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট	৬২০	৭,৮২০	৭,২০০
সরকারি মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট	০	৯৭৫	৯৭৫
বেসরকারি মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট	০	৫৯০	৫৯০
সরকারি এমএটিএস	৬৬৪	৮১৮	১৫৪
বেসরকারি এমএটিএস	২,৩৪৫	১২,৮২৪	১০,৪৭৯
সরকারি আইএইচটি	৯১১	২,৫৮৫	১,৬৭৪
বেসরকারি আইএইচটি	৪,৮৩০	৮,৯৪০	৪,১১০
সর্বমোট	**১৭,১০৫**	**৫৩,৪৭৩**	**৩৬,৩৬৮**

বিগত ১০ বছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আসন বৃদ্ধির তুলনামূলক অগ্রগতি

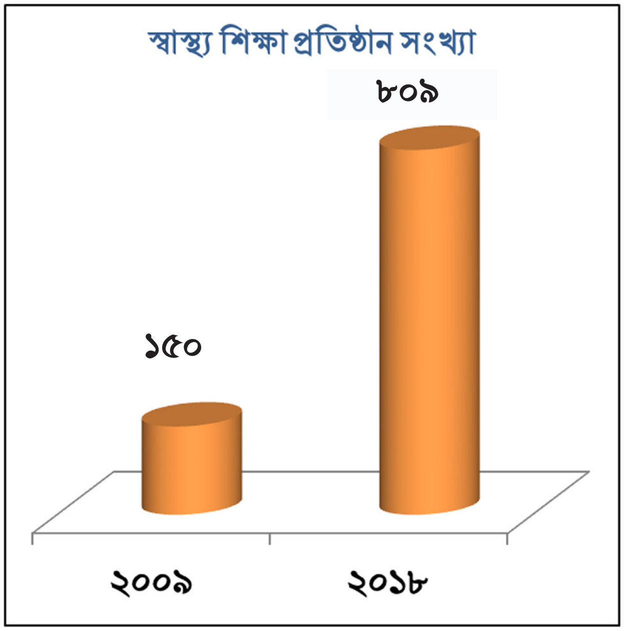

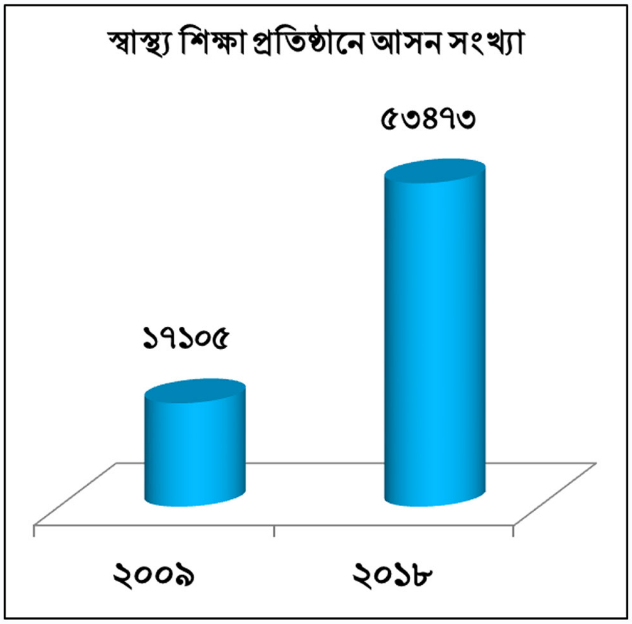

২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম

- দেশে বর্তমানে ৪টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১টি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৯৯৮ সালে দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) স্থাপনের পর ২০১৪ সালে নতুনভাবে ০২টি যথা রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালে সিলেট বিভাগে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী খুলনা বিভাগে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নামে নতুন আরো একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নীতিগত সম্মতি পাওয়ার পর এর আইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খুলনা বিভাগে প্রস্তাবিত এ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হলে দেশে মোট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫ এ উন্নীত হবে।
- দেশে বর্তমানে সরকারি ৩৬টি মেডিকেল কলেজ, ১টি ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি ডেন্টাল ইউনিট বিদ্যমান রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রতি সুনামগঞ্জ জেলায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ নামে নতুন আরো একটি মেডিকেল কলেজ ও খুলনা জেলায় খুলনা ডেন্টাল কলেজ নামে একটি ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে দেশে ৭০টি মেডিকেল কলেজ, ৬টি আর্মি নিয়ন্ত্রিত মেডিকেল কলেজ, ১২টি ডেন্টাল কলেজ ও ১৫টি ডেন্টাল ইউনিট বিদ্যমান রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে ২৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ৫০০টি আসন বৃদ্ধি করা হয় এবং নতুনভাবে স্থাপিত মেডিকেল কলেজের ১,৩৩৩টি আসনসহ মোট ১,৬৪৫টি আসন বৃদ্ধি করা হয়।
- মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা; কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ; শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল; শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর; কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ; পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ এবং ৫টি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) এর জন্য সর্বমোট ৯৬৬টি পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাস্টার্স ইন মিডওয়াইফারি কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ২য় শ্রেণির ২৪৯ জন নার্সিং কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা স্থায়ী পদ্ধতিগ্রহণকারী (এনএসভি ও টিউবেকটমি) ১,২৭,০০১ জন, পরিবার পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি আইইউডি গ্রহণকারীর সংখ্যা ১,৭৬,৩৫৪ জন এবং ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩,২৩,৬৮৩ জন।
- ক্লিনিক্যাল কনট্রাসেপশন সার্ভিস ডেলিভারি প্রোগ্রামের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২ জেলার ২০টি উপজেলায় ১,১৯৯টি পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮ জেলার ১৩টি উপজেলায় ৬৮১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সিনিয়র স্টাফ নার্স ১৪ জন এবং ০১ জন স্টোরকিপারের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
- আলোচ্য অর্থবছরে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ আরপিএ (জিওবি) খাতে প্রায় ৪৩৩ কোটি ২৫ লক্ষ ১২ হাজার ৫৯৪ টাকা এবং জিওবি রাজস্ব খাতে প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী ৯৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৪২.৫৮ টাকা জিওবি উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে Maternal, Child and Reproductive Health (MCRH) সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় মোট ২৭,৬৪,৮০০ জন মাকে প্রসবপূর্ব সেবা, ৩১,৫০,৬৩ জন মাকে প্রসবোত্তর, ১,৬৫,৭০০ জন মাকে প্রসবকালীন সেবা, ১৩,২২৯ জন মাকে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে প্রসবসেবা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ০-৫ বছরের ৫০,৭০,৪৩৬ জন এবং ১,৪৯,০২,৭৬২ জন সাধারণ রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ২৮৫৪টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ নিরাপদ প্রসবসেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।
- চলতি অর্থবছরে কক্সবাজার জেলাধীন Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN's) ক্যাম্পের আওতায় মোট ১,৬৯,৫৪৬ জন মাকে প্রসবপূর্ব সেবা, ২৭,৯৫৭ জন মাকে প্রসবোত্তর এবং ৪,৭০৬ জন মাকে প্রসবকালীন সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ০-৫ বছরের ২,৭৬,৬৭৩ জন এবং ৭,০৫,৯৯৭ জন সাধারণ রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ১২৯ জন মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১৪৩ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ৪০ জন নার্সকে ইংরেজি ভাষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৫৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুটি, মিরপুর, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ময়মনসিংহ বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, ৯ (নয়) টি উপজেলা (কালুখালী, তালতলি, ওসমানীনগর, কর্ণফুলী, লালমাই, তারাকান্দা, গুইমারা, শায়েস্তাগঞ্জ ও ধনবাড়ী) পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় এবং জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট) এর আওতাধীন গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ RPTI এর সর্বমোট ১৯১৯টি পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম

- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ১,৮৯২.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মানিকগঞ্জ সদরে নিপোর্টের আওতাধীন একটি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই) নির্মাণ করা হয়েছে। নিপোর্টের অধীন ৭টি মাইক্রোবাস এবং ১টি জিপ গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন ১২টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই) এবং ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরটিসি) এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থার মোট ৩৬,১৯৭ জন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, সুপারভাইজার ও মাঠকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে এবং ১২টি আরপিটিআই-এ নিয়োগপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের জন্যে আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ (বিসিসি) এবং অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১০ কার্যদিবসব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের নিবন্ধন সহজিকরণের লক্ষ্যে নিপোর্ট ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (Digital Registration System-DRS) নামে একটি Application Software (Apps) তৈরি করেছে। এপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি পরবর্তীতে নিপোর্ট প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের (Training Management System) সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হবে যাতে অতি সহজে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের তথ্য সংরক্ষণসহ ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যায়।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (BHFS) ২০১৭ এর প্রিলিমিনারি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) ২০১৭-১৮ এর মুখ্য ইনডিকেটর রিপোর্ট প্রণয়ন ও অংশীজনের সঙ্গে শেয়ার করা হয়। উক্ত সময়ে ৬টি গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। একটি সার্ভে ও একটি গবেষণা কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ শেষ করা হয় এবং একটি সার্ভের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নিপোর্ট কর্মশালার মাধ্যমে আলোচ্য অর্থবছরে পরিচালিতব্য অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণার বিষয় চূড়ান্ত করে এবং আইসিডিডিআরবি এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ২টি গবেষণা সম্পন্ন করে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নিপোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ৩টি সংখ্যা নিউজ লেটার- নিপোর্ট বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নিপোর্ট ১০টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করেছে এবং এ সেমিনার/কর্মশালায় মোট ৫৫৭ জন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা, সেবা প্রদানকারী, গবেষক, প্রশিক্ষক এনজিও কর্মকর্তা যোগদান করেছেন।

নিয়োগ কার্যক্রম

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৭ সালে বিভাজিত হয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ৬১টি ক্যাডার পদসহ মোট ২১২টি অনুমোদিত জনবল নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও কিছু শূন্য পদ থাকায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্বখাতভুক্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৫০ জনের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। নবনিয়োগকৃত ৫০ জনের মধ্যে ৪৫ জন কর্মচারী যোগদান করেছেন।

অবকাঠামো উন্নয়ন

- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন Completion of the Incomplete Work of Maternal and Child Health Care Training Institute (MCHTI), Lalkuthi, Mirpur, Dhaka শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ১,৮৯২.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মানিকগঞ্জ সদরে নিপোর্টের আওতাধীন একটি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই) নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১৫টি প্রকল্পের আওতায় এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১,৮২৪.৫৮ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,৩৭৬.৪১ কোটি টাকা। নোয়াখালী জেলার কবিরহাট; শিবপুর, নরসিংদী; সিরাজগঞ্জ জেলার সদর; গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর এবং শেরপুর, বগুড়া জেলায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন, লক্ষ্মীপুর জেলায় ২টি এবং নোয়াখালী জেলায় ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সাতক্ষীরা ও ঢাকার মহাখালীতে ২টি হেলথ্ টেকনোলজি ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর, নওগাঁ ও রাজবাড়ীতে মোট ৩টি মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়েছে।
- সারাদেশে মোট ৩৮টি পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম স্টোর তৈরি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে National Center for Cervical & Breast Cancer Screening & Training এবং Institute of Paediatric Neuro Disorder & Autism (IPNA) স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া 'Conversion of BSMMU into Center of Excellence' প্রকল্পের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৯টি মেডিকেল কলেজে ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ, পাবনা নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর, কিশোরগঞ্জ নার্সিং ইন্সটিটিউটে নতুন নার্সিং হোস্টেল নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে নতুন পুরুষ হোস্টেল নির্মাণ ও নারী হোস্টেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রম

বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা

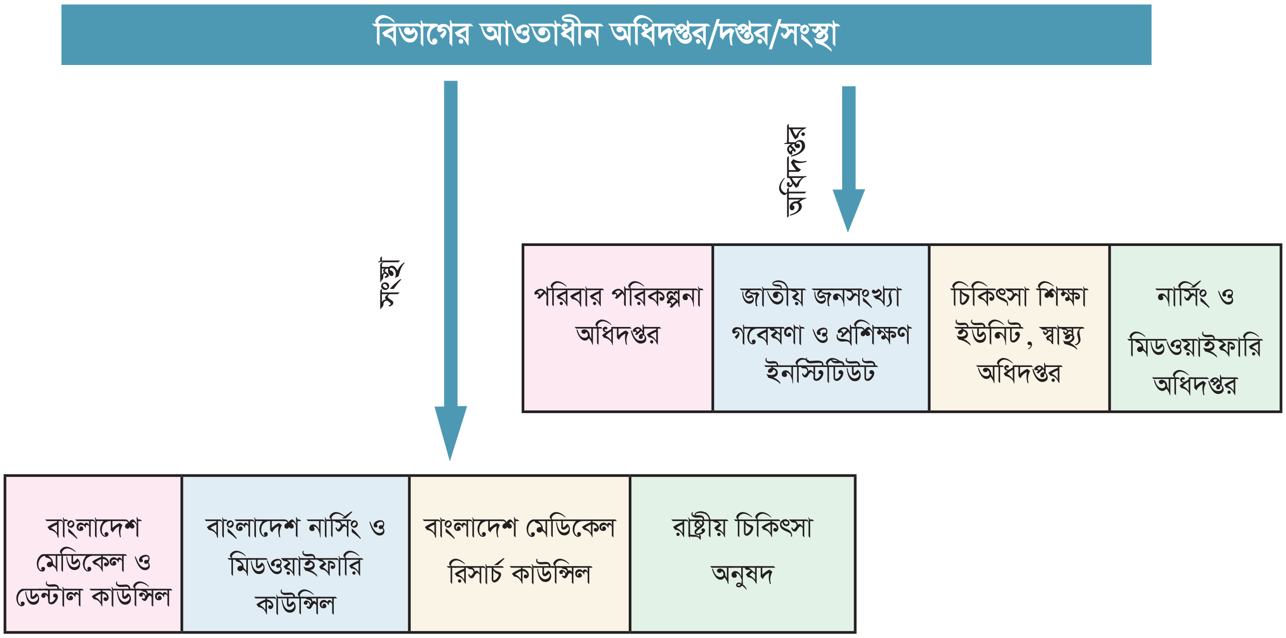

চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম

চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম

ভূমিকা

চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সরকারের টেকসই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার অংশ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতে সরকার চিকিৎসা শিক্ষার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চিকিৎসা শিক্ষার মান সমুন্নত রাখা এবং এর আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের জন্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করে পাঠ্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে চিকিৎসা শিক্ষার কারিকুলাম হালনাগাদ, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে ও বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর।

১। চিকিৎসা শিক্ষার কার্যপরিধি

- সর্বজনীন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে যুগোপযোগী ও মানসম্মত দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এবং নার্সিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ধারাবাহিকভাবে চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।
- স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউটসমূহে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজসমূহের নীতিমালা প্রণয়ন।
- প্যারামেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মেডিকেল সহকারী প্রশিক্ষণ স্কুলসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নীতিমালা প্রণয়ন।
- সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজীসমূহে সমন্বিতভাবে ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা।
- হোমিওপ্যাথিক ও দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা বিস্তার ও মান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ। হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদী ও ইউনানী কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা ও মানসম্মত কোর্স পরিচালনা।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা, কৌশল, নিয়োগ বিধিমালাসহ অন্যান্য বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- মেডিকেল, ডেন্টাল, মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিসহ অন্যান্য কারিকুলাম প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনাসহ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ। চিকিৎসা শিক্ষায় নিয়োজিত জনবলের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিএমডিসি, স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি এবং বিএমএসহ অন্যান্য অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সাধন।

২। চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন;

২. স্নাতকোত্তর মেডিকেল শিক্ষার সকল ডিগ্রিকে একই ধারায় আনয়ন ও সমন্বয় সাধন;

৩. মেডিকেল এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা;

৪. মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং/প্যারামেডিকেল শিক্ষা কারিকুলাম হালনাগাদ করা;

৫. নার্সিং/প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা;

৬. দেশের প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন সংক্রান্ত সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন;

৭. ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

৮. চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এর মাধ্যমে সংযুক্ত করে ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষার সেবা সহজীকরণ।

৩। চিকিৎসা শিক্ষায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের সাধারণ জনগণকে সাশ্রয়ী ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পরিকল্পনার বিষয়টি অধিক গুরুত্বের সাথে বিধৃত হয়েছে। দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অনুচ্ছেদ ৩.১৯ এ "সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে" মর্মে সরকারের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। সরকার ২০১৬ সালে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২০১৮ সালে সিলেট বিভাগে 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আওতাধীন মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং কলেজসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তি প্রদান এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু করেছে। নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। সর্বশেষ খুলনা বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিগত ০৮/০৯/২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নীতিগত সম্মতি প্রদান করেন। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নামানুসারে "শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়" হিসেবে নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাস্তবতার নিরিখে দেশের প্রতিটি বিভাগে ১টি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

চিকিৎসা শিক্ষায় গবেষণার প্রসারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

- চিকিৎসা শিক্ষায় দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণায় অনন্য প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। এযাবতকাল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস্ বিভাগ কর্তৃক ২১৫০টিরও অধিক গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা হয়েছে। আধুনিক গবেষণা কর্মের জন্য

বেসিক সায়েন্স ভবনে 'বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সেন্টার' চালু করেছে। আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাকর্মের জন্য ২০১১ সালে পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগ চালু করেছে।

- বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ, জাপানের মিনিস্ট্রি অব সাইন্স এন্ড এডুকেশন, জাইকা, কানাডার গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স এবং ওয়ার্ল্ড ভিশনসহ দেশী-বিদেশী সংস্থার সহায়তায় গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে।
- গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, রকফেলার ফাউন্ডেশন, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সস, সিএমএইচ, ইউনিসেফ, আইসিডিডিআরবি, ঢাকা রোটারি ক্লাব অব মেট্রোপলিটন, যুক্তরাষ্ট্রের হাইল্যান্ড মেডিকেল সেন্টার, ইউএসএইড, সেভ দ্যা চিলড্রেন, জন হপকিন্স, শিকাগো ইউনিভার্সিটি, মাহিদোল বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডার নভেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- অসংক্রামক রোগ (নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ) গবেষণায় আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন উদ্বোধন করা হয়েছে।
- যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাথে ভাইরাল হেপাটাইটিস, ট্রপিক্যাল ইনফেকশনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যৌথ গবেষণা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে যৌথ প্রয়াস চলমান রয়েছে।
- চিকিৎসায় জীন প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে এবং রোগীদের স্বল্প খরচে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪। মেডিকেল কলেজ

চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে এ বছর সুনামগঞ্জ জেলায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ' নামে একটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজ, ১টি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, ১টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ এবং ৮টি ডেন্টাল ইউনিট রয়েছে। সরকার প্রতিটি জেলায় ১টি করে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সময়ের প্রয়োজনে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যার চিত্র

ক্রমিক	মেডিকেল কলেজের নাম	২০১৪ সালের আসন সংখ্যা	২০১৯ সালের আসন সংখ্যা	বর্ধিত আসন সংখ্যা
(০১)	ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১৯৭	২২০	২৩
(০২)	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১৯৭	২২০	২৩
(০৩)	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১৪২	১৭৫	৩৩
(০৪)	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ	১৯৭	২২০	২৩
(০৫)	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম	১৯৭	২২০	২৩
(০৬)	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী	১৯৭	২২০	২৩
(০৭)	এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট	১৯৭	২২০	২৩
(০৮)	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল	১৯৭	২২০	২৩
(০৯)	রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর	১৯৭	২২০	২৩
(১০)	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা	১১৩	১৬০	৪৭

ক্রমিক	মেডিকেল কলেজের নাম	২০১৪ সালের আসন সংখ্যা	২০১৯ সালের আসন সংখ্যা	বর্ধিত আসন সংখ্যা
(১১)	খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা	১৪১	১৬০	১৯
(১২)	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া	১৪১	১৬০	১৯
(১৩)	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর	১১৩	১৬০	৪৭
(১৪)	এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর	১৪১	১৬০	১৯
(১৫)	পাবনা মেডিকেল কলেজ, পাবনা	৫৭	৭০	১৩
(১৬)	আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী	৫৭	৭০	১৩
(১৭)	কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার	৫৭	৭০	১৩
(১৮)	যশোর মেডিকেল কলেজ, যশোর	৫৭	৭০	১৩
(১৯)	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা	৫২	৬৫	১৩
(২০)	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জ	৫২	৬৫	১৩
(২১)	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ, কুষ্টিয়া	৫২	৬৫	১৩
(২২)	শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ	৫২	৬৫	১৩
(২৩)	শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর	৫২	৬৫	১৩
(২৪)	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, টাংগাইল	৫১	৬৫	১৪
(২৫)	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর	৫১	৬৫	১৪
(২৬)	কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ	৫১	৬৫	১৪
(২৭)	সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ	৫১	৬৫	১৪
(২৮)	মুগদা মেডিকেল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা	৫১	৬৫	১৫
(২৯)	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটি	৫১	৫১	-
(৩০)	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ	-	৫১	-
(৩১)	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ, পটুয়াখালী	-	৫১	-
(৩২)	নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, নওগাঁ	-	৫০	৫০
(৩৩)	নীলফামারি মেডিকেল কলেজ, নীলফামারি	-	৫০	৫০
(৩৪)	মাগুরা মেডিকেল কলেজ, মাগুরা	-	৫০	৫০
(৩৫)	চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ, চাঁদপুর	-	৫০	৫০
(৩৬)	নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ, নেত্রকোনা	-	৫০	৫০
	মোট-	৩১৬১	৪০৬৮	৮০৬

৫। চিকিৎসা শিক্ষার প্রসার

(ক) বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি)

বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি)চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন "বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার" স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের সকল রোগীর তথ্য উপাত্ত ও নমুনা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে কাজ করবে যা ভবিষ্যতে কমিউনিকেবল ও ননকমিউনিকেবল ডিজিজের প্যাটার্ন এ্যানালাইসিস ও এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে গবেষকদের সহায়ক হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টারের সাথে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্বাক্ষর হয়।

এই সমঝোতা স্বারকের অধীনে বাংলাদেশ সরকার ও ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৪০ জন উচ্চশিক্ষার্থী ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। শিক্ষা শেষে তারা বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টারে গবেষণাকাজে নিয়োজিত হবেন।

(খ) বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকদের নন-প্র্যাকটিসিং প্রণোদনা ভাতা প্রদান

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমবিবিএস কোর্সে প্রাথমিক পর্যায়ে এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, প্যাথলজি এবং এনেসথেসিওলজি এই বেসিক সাবজেক্টগুলো পাঠদান করানো হয়ে থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রের বেসিক সাবজেক্টসমূহের শিক্ষকদের ক্লিনিক্যাল ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার সুযোগ না থাকায় নবীন চিকিৎসকগণ বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষক হতে আগ্রহী হন না। নবীন চিকিৎসকগণকে বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষা ও শিক্ষকতায় উৎসাহ প্রদানের জন্য সম্প্রতি সরকার নন-প্র্যাকটিসিং প্রণোদনা ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

(গ) উচ্চ শিক্ষায় প্রেষণ নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ

চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা পূরণ এবং সেবার মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারি চাকরিরত তরুণ চিকিৎসকদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। এ লক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি চাকুরিরত চিকিৎসকদের দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা/ প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে সুষম ও ভারসাম্যমূলক নীতিমালা "দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা-২০১৯" প্রণয়ন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

(ঘ) এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগ

এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে নতুনত্ব আনা হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোগ ঘটানো হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত ট্রাংকের সাথে ডিজিটাল ট্র্যাকিং ডিভাইস ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬। বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি)

বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ অনুযায়ী বিএমএন্ডডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বিএমএন্ডডিসি মেডিকেল ও ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমের স্বীকৃতি প্রদান, মানসম্মত পাঠ্যসূচি ও কোর্স প্রণয়ন, চিকিৎসা শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি নির্ধারণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে।

৭। বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জন্স (বিসিপিএস)

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জন (বিসিপিএস) পরিচালিত হয়। বিসিপিএস হতে চিকিৎসা শিক্ষার এফসিপিএস, এমসিপিএস কোর্সের মোট ৪৮টি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

৮। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড

১৯৮৩ সালে হোমিওপ্যাথিক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে অবিভক্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড গঠন করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সুগঠিত করা হয়। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা, রোগীর যত্ন এবং গবেষণামূলক কর্মকান্ডের উৎকর্ষতার জন্য বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড কাজ করছে। এছাড়াও ১৯৮৯ সালে ঢাকার

মিরপুরে সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কলেজ হতে হোমিওপ্যাথিতে দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি "ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি (বিএইচএমএস) ডিগ্রী প্রদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদ কোর্সটি পরিচালনা করে। বেসরকারিভাবে ৬২টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ডিপ্লোমা অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী (ডিএইচএমএস) প্রদান করে থাকে।

৯। বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড

১৯৮৩ সালে "বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স" জারির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড গঠন করে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুগঠিত করা হয়। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে সরকারিভাবে ০১টি স্নাতক পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ এবং ০১টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্বীকৃতি (Recognition) প্রাপ্ত হয়ে বেসরকারিভাবে ০২টি স্নাতক পর্যায়ের

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং ২৪টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। ডিপ্লোমা পর্যায়ের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো "বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন" এর অধীনে পরিচালিত হয়। ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্প্রতি ঢাকায় BIMSTEC Network of National Centers of Coordination in Traditional Medicine এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০। মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) এবং ইনস্টটিউট অব হেলথ টেকেনালজি (আইএইচটি)

চিকিৎসা শিক্ষার সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৪টি সরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী (আইএইচটি), ৯৭টি বেসরকারি আইএইচটি এবং ১১টি সরকারি মেডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) ও ২০০টি বেসরকারি ম্যাটস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

১১। চিকিৎসা শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

বেসরকারি পর্যায়ে দেশে ৭০টি মেডিকেল কলেজ, ১২টি ডেন্টাল কলেজ ও ১৫টি ডেন্টাল ইউনিট রয়েছে। এছাড়াও সেনাবাহিনী পরিচালিত ১টি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও ৫টি আর্মি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের গুণগত মান রক্ষায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
সাংগঠনিক কাঠামো

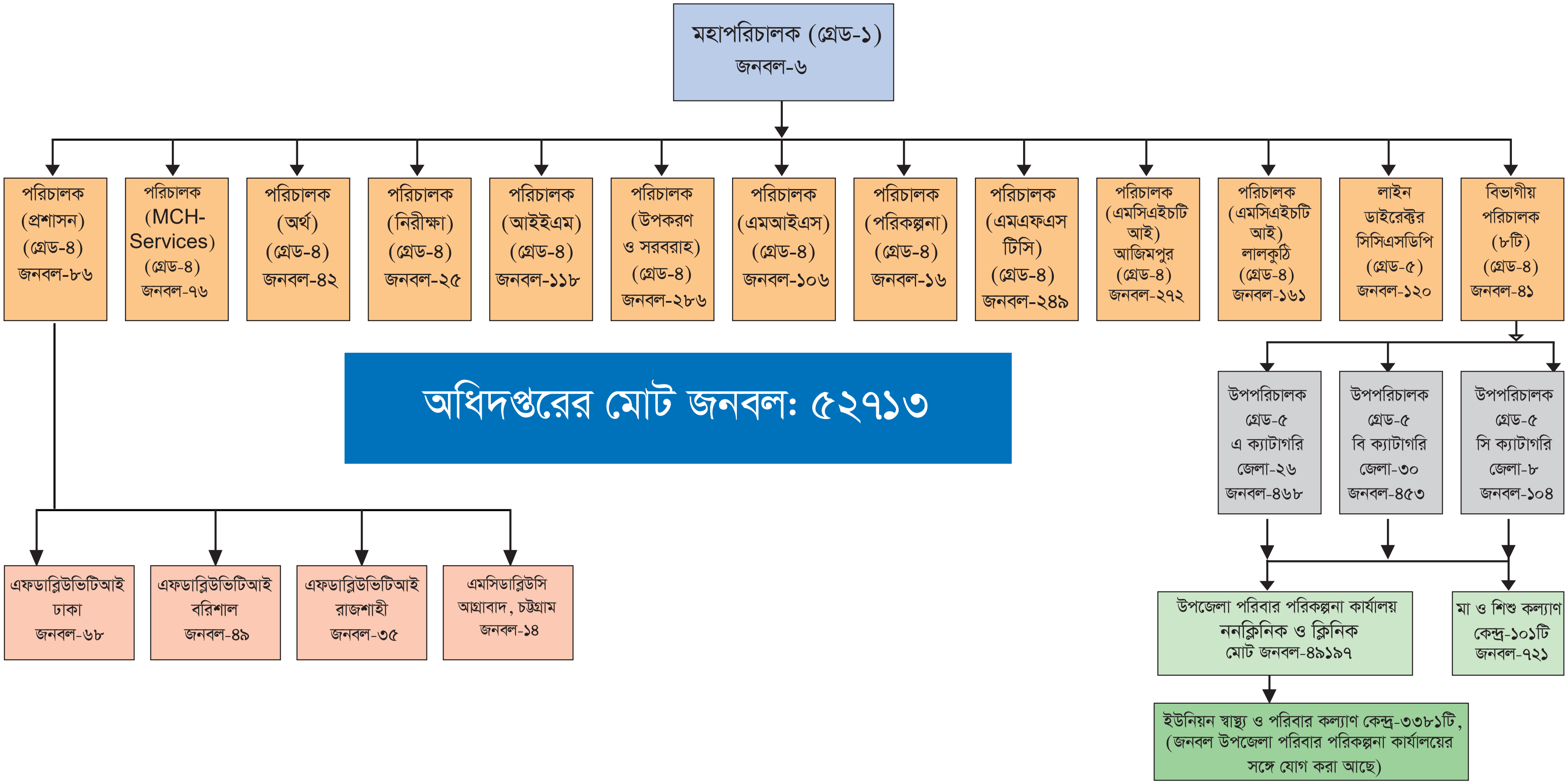

বর্তমান সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা

- ১৭৩ শয্যা বিশিষ্ট মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকা
- ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা
- ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- জেলা পর্যায়ে ৯৬টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে।
- ১৪৮ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় নিজস্ব ভবনে ও ২৮০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থিত এবং অবশিষ্ট ৬০টি কার্যালয় উপজেলা পরিষদ ভবনে অবস্থিত।
- ৭টি জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত এবং ১২টি বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে। বাকী জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়সমূহ ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত।
- ৮৯টি নবনির্মিত ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ইউনিয়ন পর্যায়ে রয়েছে আরো ৭০টি কেন্দ্র বর্তমানে নির্মাণাধীন আছে।
- ৩,৩৮১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) রয়েছে।

অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্য জনবলের বিবরণ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য (৩০/৬/২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রঃনং	শ্রেণি	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্য পদ
১	১ম শ্রেণি	গ্রেড ১ থেকে ৯	২০৮৬	১৩০৫	৭৮১
২	২য় শ্রেণি	১০তম গ্রেড	১১৮৬	৪৭১	৭১৫
৩	৩য় শ্রেণি	গ্রেড ১১ থেকে ১৬	১৬৯৪০	১৪২৫৫	২৬৮৫
৪	৪র্থ শ্রেণি	গ্রেড ১৭ থেকে ২০	৩২৫৩২	২৫২১১	৭৩২১
		সর্বমোট	৫২৭৪৪	৪১২৪২	১১৫০২

গত এক বছরে জনবল নিয়োগ

- মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য এই অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে ৪১১২ সংখ্যক জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ফিল্ড সার্ভিস ডেলিভারী প্রোগ্রামের আওতায় নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের জন্য দুর্গম এলাকা, সাবেক ছিটমহল, কম অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকা এবং জনবল সংকট রয়েছে এমন এলাকায় কার্যক্রমের অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য ‘কাজ নাই ভাতা নাই’ ভিত্তিতে ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিস ডেলিভারী অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১২ জেলার ২০টি উপজেলায় ১১৯৯টি পদে পেইড পিয়ার ভলন্টিয়ার ‘কাজ নাই ভাতা নাই’ ভিত্তিতে নিয়োগ এবং মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স ও ১ জন স্টোর কিপারের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- উপজেলা ম্যানেজারকে কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং এ সহযোগিতা করার জন্য UNFPA এর আর্থিক সহায়তায় ১৪টি জেলায় ১১ জন ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফ্যাসিলিটেটর এবং ১ জন ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের ৬৪ জেলায় মানসম্মত স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি সেবা প্রদান এবং এ সকল পদ্ধতির গ্রহণকারীর হার বৃদ্ধির জন্য একজন করে জেলা কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য:

সন	১ম শ্রেণি গ্রেড-৯	২য় শ্রেণি গ্রেড-১০	৩য় শ্রেণি গ্রেড ১১-১৬	৪র্থ শ্রেণি গ্রেড ১৭-২০	মোট
২০১৮	০	৩৪	১০৫৫	২৬৮৯	৩৭৭৮
২০১৯	১৪৯	০	১৫৯	১৭৫	৪৮৩

ক্রয় ও সংগ্রহ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় বাবদ আরপিএ (জিওবি) খাতে প্রায় ৪৩৩ কোটি ২৫ লক্ষ ১২ হাজার ৫৯৪ টাকা এবং জিওবি রাজস্ব খাতে প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী প্রায় ৯৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৪২/৫৮ টাকা জিওবি উন্নয়ন খাতে ব্যয় হয়েছে। বিগত এক বছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয়ের তালিকা:

ক্রমিক নং	দ্রব্যাদির নাম	ক্রয়ের পরিমাণ
১.	কনডম	-
২.	খাবার বড়ি (তিন প্রকার)	১১২ মিলিয়ন
৩.	ইনজেকটেবল	১২.৫ মিলিয়ন
৪.	আইইউডি	০.৩ মিলিয়ন
৫.	ইমপ্ল্যান্ট (২ রড)	০.১৬ মিলিয়ন সেট
৬.	ঔষধ, এমএসআর, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য	-

৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বাস্তব মজুদ সম্পর্কিত তথ্য:

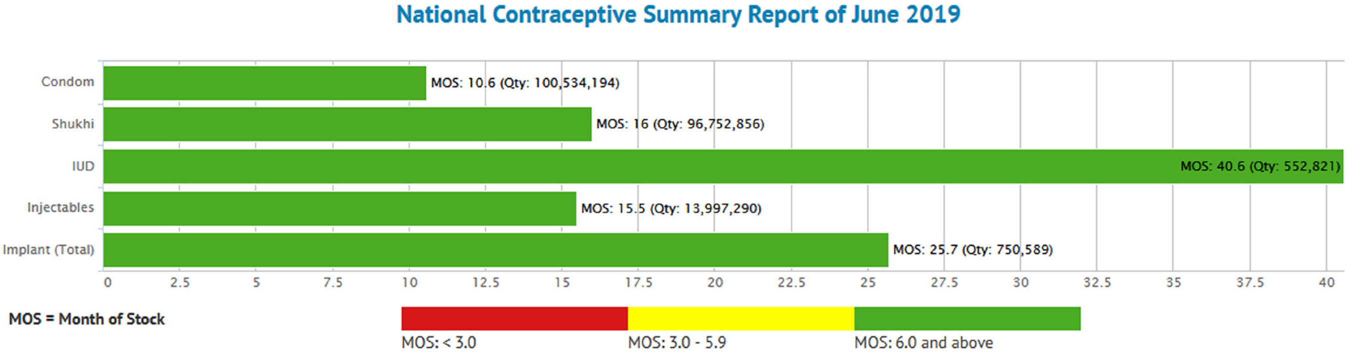

উদ্ভাবনী উদ্যোগ

- নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর অনলাইন পর্যবেক্ষণ সফ্‌টওয়্যার
- Smart MCH Service Management Software
- Family Welfare Mothers Club
- মা সমাবেশ

- ডিজিটাল সেবায় গর্ভবতী মা
- দম্পতি সেবা কার্ডের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মজীবী দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা
- কর্মজীবী মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচারণা
- Peer Group গঠনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা
- প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গর্ভবতীর বাড়িতে হলুদ/সবুজ পতাকা উত্তোলন
- নবদম্পতিদের দেরীতে সন্তান ধারণের জন্য তথ্য ও পদ্ধতি সম্বলিত উপহার বক্স প্রদান

মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ২৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে ২৪/৭ (সার্বক্ষণিক) স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে ।
- ১৫৯টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ৮৯টি হস্তান্তরিত হয়েছে এবং জনবল, আসবাবপত্র ও ঔষধপত্রের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা চালুকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
- মাতৃ স্বাস্থ্যসেবায় জরুরি প্রসূতি সেবা নিশ্চিতকরণে ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা হয়েছে এবং ৫৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু রয়েছে এবং ৫টি এ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে।
- নবজাতকের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণে সকল সেবাকেন্দ্রে নবজাতকের সমন্বিত অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩০০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সিএনসিপি সেবা চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় পর্যায়ে ৩টি প্রতিষ্ঠানে (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা ও এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) নবজাতকের নিবিড় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্ক্যানু (SCANU) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১৯০৯ জন স্যাকমো এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে সিএনসিপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে ২০০ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের নিমিত্তে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্নার প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬০৩টি সেবাকেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে।

কৈশোর বান্ধবসেবা কর্নারে সেবা প্রদান কার্যক্রম

- জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ৫১ জন কর্মকর্তাকে কৈশোরবান্ধব পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, ২২৬ জন কর্মকর্তাকে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক, ১৫২ জন সেবা প্রদানকারীকে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক, ৯০১ জন সেবা প্রদানকারীকে পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- কিশোর-কিশোরীদের সুষ্ঠু সেবা প্রদানের নিমিত্তে কর্মকর্তা ও সেবা প্রদানকারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মাতৃ ও শিশু মৃত্যু রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে ১১০টি ২৪/৭ স্বাভাবিক প্রসব সেবা অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১০ জন চিকিৎসককে অবস্ এন্ড গাইনী এবং এ্যানেসথেসিয়ার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আরো ১০ জন চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ চলমান আছে। ৩টি ম্যানেজমেন্ট এবং নার্সিং কেয়ার-এর জন্য ৩২ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১১৪ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে মিডওয়াইফারী স্কিলড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮০ জন চিকিৎসককে এবং ৭০ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাকে এমআর, এমআরএম ও প্যাক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ে জনসাধারণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণ ও Case Identification -করণের জন্য ৩৯৮৪ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (FPI)/পরিবার কল্যাণ সহকারী-কে সিএনসিপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- স্বাভাবিক প্রসব সেবা বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে ১১০ টি ২৪/৭ অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।

Comprehensive Newborn Care বিষয়ক প্রশিক্ষণ

স্বাভাবিক প্রসবসেবা বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা

গত ১ বছরে বিভিন্ন সেবা প্রদানের তথ্য

জুন ২০১৯ পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সেবার আওতায় ২৭৩৫৭০৩৩ জন সক্ষম দম্পতি ছিলো এবং সকল সক্ষম দম্পতির মধ্যে ২১৩৪১০৬৪ জন বিভিন্ন পদ্ধতির সেবা গ্রহণ করেছে। গ্রহণকারীর হার ছিলো ৭৮.০১%। পদ্ধতিভিত্তিক গ্রহণকারীর সংখ্যা নিম্নরূপঃ

পদ্ধতির নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
খাবার বড়ি	১০৪১০২২১
কনডম	২০০৫৪০৫
ইনজেকটেবল	৪১৮৮০৬৭
আইইউডি	৭২৩৭০৭
ইমপ্ল্যান্ট	১২৫০২২৪
পুরুষ	৭৪৬১২২
মহিলা	২০১৭৩১৮

বিগত পাঁচ বছরে প্রদত্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা গ্রহণের তুলনামূলক চিত্র

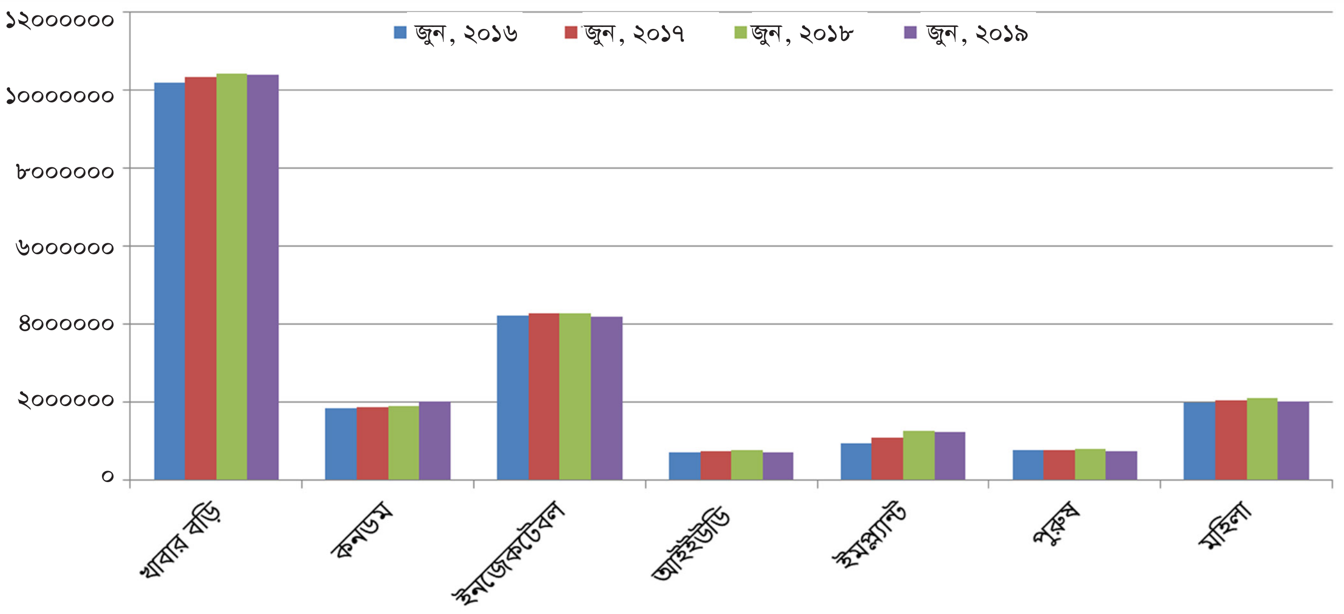

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এমসি-আরএইচ সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় মোট ২৭,৬৪,৮০০ জন মাকে প্রসবপূর্ব সেবা, ৩১৫,০৬৩ জন মাকে প্রসবোত্তর, ১৬৫,৭০০ জন মাকে প্রসবকালীন সেবা, ১৩,২২৯ জন মাকে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে প্রসব সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০-৫ বৎসরের ৫০,৭০,৪৩৬ জন এবং ১,৪৯,০২,৭৬২ জন সাধারণ রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

বিগত তিন বছরে প্রদত্ত গর্ভকালীন সেবার তথ্য

বৎসর	গর্ভকালীন সেবা
২০১৫-২০১৬	২০৮১৪৬৫
২০১৬-২০১৭	২০৪৮০৭৯
২০১৭-২০১৮	২০৫৮৮৫৯
২০১৮-২০১৯	২০৯২০৬৬

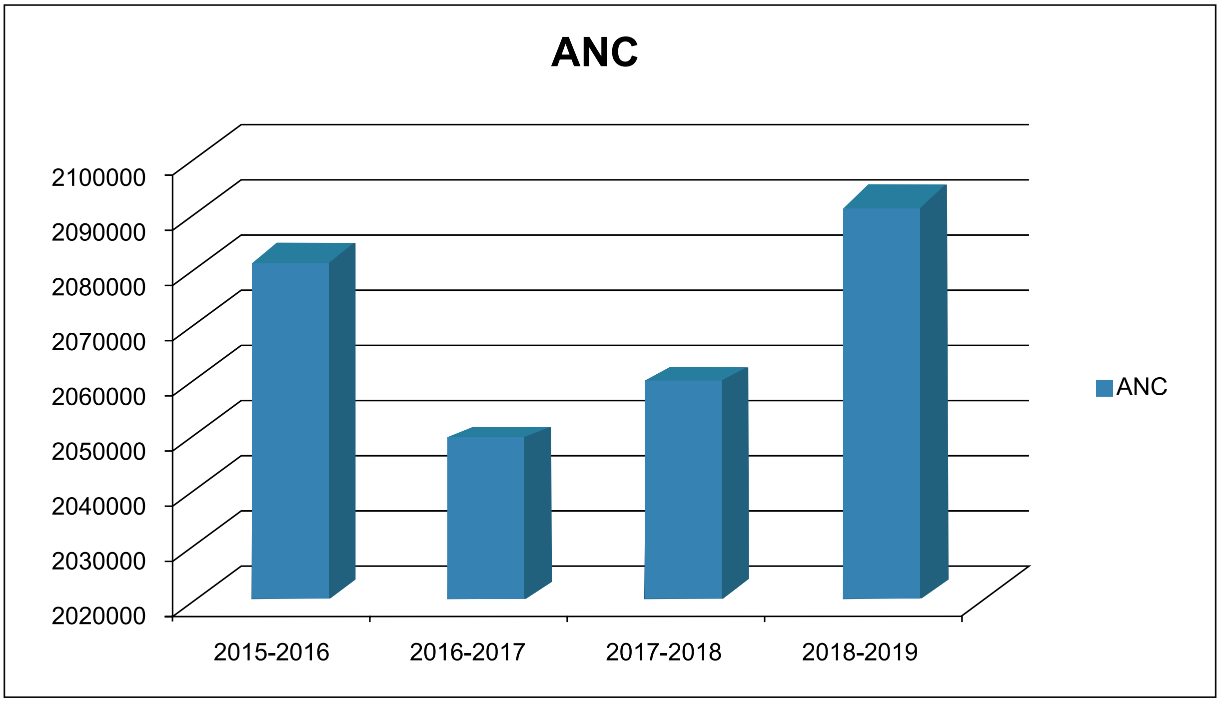

আর্থিক বৎসর	প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব
২০১৬-২০১৭	১৪৪৭৬৫
২০১৭-২০১৮	১৫৯৭৮৪
২০১৮-২০১৯	১৭০০৩৮

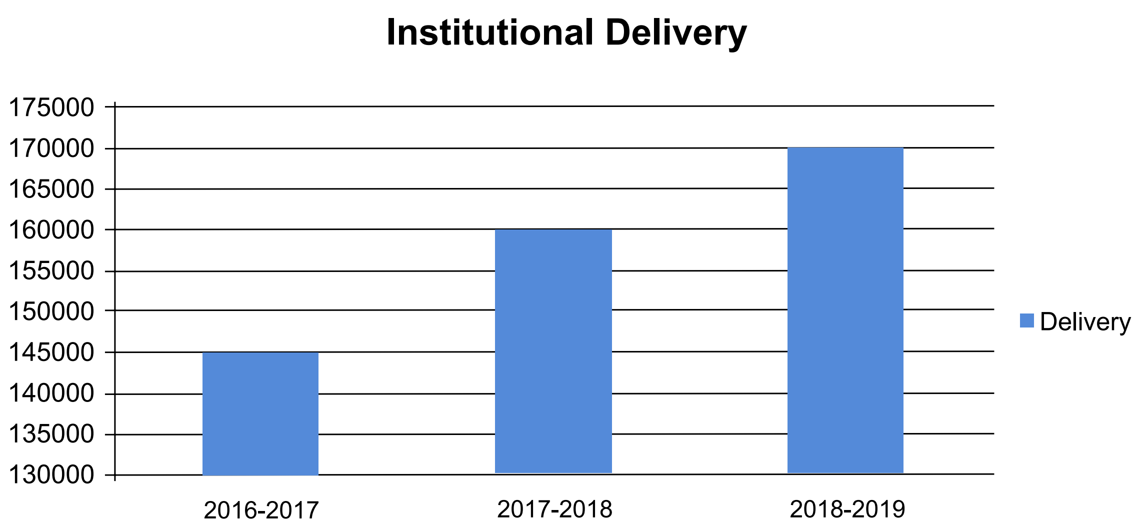

বিগত তিন বছরে প্রদত্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার তুলনামূলক চিত্র

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত সেবা

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কক্সবাজার জেলাধীন Forcefully Displaced Maynmar Nationals (FDMN's) ক্যাম্পে বসবাসকারী মোট ১,৬৯,৫৪৬ জন মাকে প্রসবপূর্ব সেবা, ২৭,৯৫৭ জন মাকে প্রসবোত্তর, ৪,৭০৬ জন মাকে প্রসবকালীন সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ০-৫ বৎসরের ২৭৬,৬৭৩ জন এবং ৭০৫,৯৯৭ জন সাধারণ রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতালসমূহ হতে রাজস্ব আয়

- এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে টেন্ডার সিডিউল ফি, কেবিন/পেয়িং বেড ভাড়া, ওটি চার্জ, আলট্রাসনোগ্রাম চার্জ,প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ফি, এক্সরে চার্জ ও কনডম বিক্রয় বাবদ ১৩,৬৩৪,১১৮.৬৬ টাকা আয় করেছে।
- এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর ঢাকা কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন ইউজার ফি বাবদ ১,৩২,৭০,০৪৫ টাকা আয় করেছে।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন: টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, সংবাদপত্র, পথনাটক, পরিবার সম্মেলন, এসবিসিসি মেলা আয়োজন, সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে বহুমাত্রিক তথ্য শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও দেশব্যাপী প্রতিবছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নবজাতকের যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার জনগণ যেমন ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, সক্ষম দম্পতিদের সম্পৃক্ত করে অবহতিকরণ কমর্শালা আয়োজন করা হয়। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৯০ টি কর্মশালা/ ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতারে ৬০০০ টি বার্তা প্রচার ও টেলিভিশনে ৫০০০ টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে যা সমাজের সকল স্তরের জনগণের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৮ উদযাপন

ডিজিটাল কার্যক্রম

- e-GP এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২০১৫ সাল হতে প্রযুক্তিনির্ভর পদ্ধতি e-Gp তে ক্রয় প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট NCT প্যাকেজের ৫০% ক্রয় এই পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে ১০০% NCT প্যাকেজের ক্রয় e-Gp পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হবে।
- পরিবার পরিকল্পনা বিভাগীয় মাঠকর্মীদের (পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার) কর্তৃক পরিচালিত কমিউনিটি এবং ফ্যাসিলিটিজ পর্যায়ে সেবাদান কার্যক্রম জোরদার এবং ডিজিটালকরণের লক্ষ্যে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২০ টি জেলায় ১২৩ টি উপজেলায় ট্যাব বিতরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমানে ২৮ টি জেলায় eMIS এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- মায়ানমার হতে আগত শরণার্থীদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা সেবাসহ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং তথ্যাদি সংরক্ষণের লক্ষ্যে আইসিডিডিআরবি এর সহায়তায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ জেলায় eMIS কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট ল্যাপটপ বিতরণ

চ্যালেঞ্জসমূহ

- পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের হার মাত্র ৫৪.১ শতাংশ (BDHS-2014) এবং সকল পদ্ধতি গ্রহণের হার ৬৩.১০% যা ২০২২ সাল নাগাদ ৭৫% এ উন্নীত করতে হবে।
- পরিবার পরিকল্পনায় স্থায়ী, অস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণের হার পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। এক্ষেত্রে অস্থায়ী ও স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার (Unmet need) এখন শতকরা ১২ শতাংশ (BDHS-2014) যা ২০২২ সাল নাগাদ ১০% এ নামিয়ে আনতে হবে।
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ড্রপ আউটের হার (Drop Out) এখন ৩০ শতাংশ (BDHS-2014) যা ২০২২ সাল নাগাদ ২০% এ নামিয়ে আনতে হবে।
- সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে মোট প্রজনন হার অন্যান্য বিভাগের চেয়ে এখনও বেশি এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার (CPR) অনেক কম। চট্টগ্রাম বিভাগে CPR ৪৭.২% এবং সিলেটে ৪০.৯% (বিডিএইচএস ২০১৪)। ২০২২ সালের মধ্যে এ দুটি বিভাগে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৬০% এ উন্নীত করতে হবে।
- দুর্গম এলাকা বিশেষতঃ হাওড়, বাওড়, বিল, চর, পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকার জনগণের নিকট পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন সকল সেবাকেন্দ্রে ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ মায়ের প্রসব বাড়িতে সংঘটনের হার কমিয়ে আনতে হবে (BDHS-২০১৪)।
- বাল্যবিয়ে এখনও একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার আইন থাকলেও ৫৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই (BDHS-২০১৪)।
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের ৩১ শতাংশ ১ম অথবা ২য় বারের মতো গর্ভবতী হন (BDHS-২০১৪)।
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার মাত্র ৪৭% (BDHS-২০১৪)।
- সিটি কর্পোরেশনসমূহে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় না বিধায় দেশের অন্যান্য এলাকার কার্যক্রমের সাথে সমরুপতা (uniformity) নির্ণয় করা যায় না।
- সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, শহর-গ্রাম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এর মধ্যে পার্থক্য দূর করতে হবে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পদই শূন্য। এর ফলে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারীকে একাধিক ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে এবং পূর্বনির্ধারিত ৫০০ দম্পত্তির স্থলে ১০০০-১২০০ টি দম্পত্তি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়াও পূর্বে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারী একটি ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডে সেবা প্রদান করতেন, এখন একই কর্মী একটি ইউনিয়নের তিনটি ওয়ার্ডে সেবা প্রদান করছেন। তার ফলে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারীর পক্ষে সম্পূর্ণ কর্মএলাকায় সেবা প্রদান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

ভবিষ্যত লক্ষ্যমাত্রা

- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহারের হার (CPR) বর্তমানে ৬৩.১% (SVRS-২০১৮)। ২০২২ সাল নাগাদ ৭৫% এ উন্নীত করা।
- নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন চট্টগ্রাম বিভাগে সিপিআর ৪৭.২% এবং সিলেটে ৪০.৯%(বিডিএইচএস ২০১৪)। ২০২২ সালে ৬০% এ উন্নীত করা।

- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর (Dropout Rate) ১২ মাস পূর্ণ হওয়ার আগে পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার হার ৩০%। এই হার ২০২২ সালের মধ্যে ২০% এ নামিয়ে আনা।
- সক্ষম দম্পতিসমূহের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) বর্তমানে ১২%। এই হার ২০২২ সালের মধ্যে ১০% এ নামিয়ে আনা।
- সিটি কর্পোরেশনসমূহে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য এলাকার কার্যক্রমের সাথে সমরুপতা আনয়ন করা।
- ছিটমহলসমূহে বর্তমানে পরিচালিত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ইউনিটভিত্তিক বিভাজনপূর্বক সম্প্রসারণ।
- বর্তমান সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল ধরনের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও কার্যক্রম সম্পাদন নিশ্চিতকরণ।
- মাতৃমৃত্যুর হার বর্তমানে ১.৬৯ (SVRS-২০১৮)। এই হার ২০২২ সালের মধ্যে ১.২১ এ নামিয়ে আনা।
- নবজাতকের সেবা ৬.১% থেকে ২৫% এ উন্নীতকরণ।
- দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার বর্তমানে ৫০%। ২০২২ সালের মধ্যে ৭০% এ উন্নীতকরণ।
- ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবার হার বৃদ্ধিকরণ।
- আরও ২০০ টি কৈশোরবান্ধব সেবাকেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু করা।
- ২০২২ সালের মাঝে সমগ্র বাংলাদেশে eMIS কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- ২০২০ সালের মাঝে সমগ্র বাংলাদেশে DHIS2 কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিম্নপর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে এনজিওসমূহের নিবন্ধণ কার্যক্রম ডিজিটালকরণ।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যান ও ১টি প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি

৭টি ওপি ও ১টি প্রকল্পের মোট বাজেট ১০২৩৮৬.০০ লক্ষ টাকা। অর্থ ছাড় হয়েছে ৯৯৯৪৩.৩৮ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৯১২৯১.৫৯ লক্ষ টাকা। এডিপি'র বিপরীতে অগ্রগতি ৮৯.১৬% এবং অর্থ ছাড়ের বিপরীতে অগ্রগতি ৯১.৩৪%।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অপারেশনাল প্ল্যান/প্রকল্পের নাম	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বরাদ্দ	অর্থছাড়	ব্যয়	এডিপির বিপরীতে অগ্রগতি (%)	অর্থছাড়ের বিপরীতে অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি (এফপিএফএসডিপি)	২৮৭১৫.০০	*২৮৭৭৩.১৮	২৭৭৭৬.৮৫	৯৬.৭৩	৯৬.৫৪	*ডিপিএ বরাদ্দ থেকে বেশি ছাড় হয়েছিল। ১টি বিল (৫৩৬.৮০ লক্ষ টাকা) আইবাস সমস্যার কারণে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি।
২	ম্যাটারন্যাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ (এমসিআরএএইচ)	২০৬০০.০০	১৯৯০৪.০০	১৮৯২৭.০৭	৯১.৮৮	৯৫.০৯	
৩	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (সিসিএসডিপি)	৩৩৯৪৫.০০	৩২৪৬৬.৮৫	২৯৮২১.৭৪	৮৭.৮৫	৯১.৮৫	
৪	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪২৮৮.১০	৮৫.৭৬	৮৫.৭৬	
৫	প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট (পিএসএসএম)	৩১২০.০০	৩০৭২.০০	২৩৮৯.৭৮	৭৬.৬০	৭৭.৭৯	৩৪টি বিল (৩২৫.৮৫ লক্ষ টাকা) আইবাস সমস্যার কারণে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। তাই অগ্রগতি কম হয়েছে।
৬	প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (পিএমই)	৫৭৫.০০	৫৭৫.০০	৩৭৮.৩৬	৬৫.৮০	৬৫.৮০	১৪টি বিল (১৬৫.৪২ লক্ষ টাকা) আইবাস সমস্যার কারণে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। তাই অগ্রগতি কম হয়েছে।
৭	ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কম্যুনিকেশন (আইইসি)	৬৮২৯.০০	৬৫৫০.৩৫	৪২০৯.০০	৬১.৬৩	৬৪.২৬	১৬৪টি বিল (১৯১৫.১৩ লক্ষ টাকা) আইবাস সমস্যার কারণে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। তাই অগ্রগতি কম হয়েছে।
	মোট ৭টি ওপি	৯৮৭৮৪.০০	৯৬৩৪১.৩৮	৮৭৭৯০.৯১	৮৮.৮৭	৯১.১২	
১	অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্তকরণ এমসিএইচটিআই প্রকল্প	৩৬০২.০০	৩৬০২.০০	৩৫০০.৬৯	৯৭.১৯	৯৭.১৯	
	সর্বমোট	**১০২৩৮৬.০০**	**৯৯৯৪৩.৩৮**	**৯১২৯১.৫৯**	**৮৯.১৬**	**৯১.৩৪**	

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

১. ভূমিকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন তথা মাঠ পর্যায়ে গুণগত সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উপজেলা কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিপোর্ট নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। সেবার মান উন্নয়ন ও কর্মসূচি মূল্যায়নের জন্য সূচকসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা নিপোর্টের অন্যতম কাজ। এ লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে নিপোর্টের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ১২টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত সেবাপ্রদানের নিমিত্ত দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে নিপোর্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ১২টি RPTI ও ২০টি RTC-এর মাধ্যমে মোট ৩৬,১৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা নিপোর্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক। যেসকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নবজাতকের সমন্বিত সেবা, নব-নিয়োগপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসারদের ওরিয়েন্টেশন, নব-নিয়োগপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ওরিয়েন্টেশন, নব-নিয়োগপ্রাপ্ত পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন, ম্যানেজমেন্ট এন্ড লিডারশিপ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য এবং অধিকার, দলগত প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ের সেবা প্রদানকারীদের পুন: প্রশিক্ষণ, সুপারভিশন, মনিটরিং ও ফলোআপ ইত্যাদি।

সেবার মান উন্নয়ন ও কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচকসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদানের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা নিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে থাকে। এসব গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. রূপকল্প (Vision)

২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান (Centre of excellence) হিসেবে নিপোর্টকে গড়ে তোলা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

গুণগতমানে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে ও চাহিদাভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচির উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

৪. উদ্দেশ্য

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীন জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও মাঠপর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের জ্ঞান বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও মনোভাবের পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়, যেমন- প্রজনন স্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা, প্রজনন স্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা এবং জনমিতি বিষয়ে গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করা যাতে নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, ব্যবস্থাপক এবং গবেষকগণ গবেষণা ও সমীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে সঠিকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও সূচারুরূপে তা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

৫. কার্যাবলী

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও উপকরণ সরবরাহ করা;
- প্রশিক্ষণের নতুন ধারণা ও প্রযুক্তি বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান করা;
- গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- গবেষণা ও সমীক্ষার ফলাফল ডিসেমিনেশন করা;
- প্রশাসনিক, আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা ও কর্মী ব্যবস্থাপনা; এবং
- ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা।

৬. ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কাঠামো

নিপোর্টের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ৩টি পরিচালনা ইউনিট রয়েছে; যথা- প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা। মহাপরিচালক নিপোর্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহযোগিতা করেন পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (গবেষণা)।

নিপোর্টের সকল কাজ তিনটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রশাসনিক কাজ যেমন- কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, পদোন্নতি, টাইমস্কেল প্রদান, সিলেকশন গ্রেড প্রদান, পদায়ন, প্রেষণ, সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলী, আর্থিক বরাদ্দ, সকল কার্যক্রমের মনিটরিং ও সুপারভিশন প্রশাসন বিভাগ হতে পরিচালক (প্রশাসন) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে কর্মরত সেবা প্রদানকারীদের মাতৃস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে নিপোর্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান হচ্ছেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ)। তাঁকে সহায়তার জন্য উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, সহকারী পরিচালক, প্রশিক্ষক ও RPTI পর্যায়ে অধ্যক্ষ, প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান), প্রভাষক (মেডিক্যাল), প্রভাষক (নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি) ও ৪ জন ফিল্ড ট্রেনার রয়েছেন এবং RTC পর্যায়ে ১ জন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন হোমইকোনমিস্ট, ১ জন প্রভাষক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা) ও ১ জন সহকারী প্রশিক্ষক রয়েছেন। তাছাড়া, প্রতিটি RPTI ও RTC-তে নিজ নিজ এলাকার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, সিভিল সার্জন, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রফেশনাল ও নন-প্রফেশনাল কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে রিসোর্স পারসন পুল রয়েছে। তাঁরা সকলেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকা রাখেন। মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী হিসেবে এ সকল কার্যক্রম তদারকি ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণা ইউনিটে একজন পরিচালক রয়েছেন। তাঁর অধীনে ২ জন ঊর্ধ্বতন গবেষণা সহযোগী, ১ জন মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, ২ জন গবেষণা সহযোগী, ২ জন পরিসংখ্যানবিদ, ১ জন গ্রন্থাগারিক ও ১ জন ডকুমেন্টেশন অফিসার রয়েছেন। তাঁরা সকলেই গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে থাকেন।

ক) অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্য জনবলের বিবরণ (প্রতিষ্ঠানভিত্তিক)

প্রতিষ্ঠানের নাম	পদের গ্রেড	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	গ্রেড : ৩-৯	৩৩	২২	১১
	গ্রেড : ১০	২	২	-
	গ্রেড : ১১-১৬	৩১	১৯	১২
	গ্রেড : ১৭-২০	২৮	১৮	১০
	মোট=	৯৪	৬১	৩৩

প্রতিষ্ঠানের নাম	পদের গ্রেড	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI)	গ্রেড : ৭-৯	৩৩	১৮	১৫
	গ্রেড : ১০-১১	৫৫	২৬	২৯
	গ্রেড : ১২-১৬	১২১	৭৩	৪৮
	গ্রেড : ১৭-২০	১৪৩	৯৬	৮৭
	মোট=	**৩৫২**	**২১৩**	**১৩৯**
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)	গ্রেড : ৮-৯	৬০	২৯	৩১
	গ্রেড : ১০	-	-	-
	গ্রেড : ১১-১৬	১২০	৭৮	৪২
	গ্রেড : ১৭-২০	১৪০	৯০	৫০
	মোট=	**৩২০**	**১৯৭**	**১২৩**
	সর্বমোট =	**৭৬৬**	**৪৭১**	**২৯৫**

খ) বাজেট

সারণি-১ : বিগত ৫ বছরের নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, আরপিটিআই ও আরটিসিসমূহের জিওবি (রাজস্ব) খাতের পরিচালন ব্যয় (হাজার টাকায়) বরাদ্দ, খরচ ও অব্যয়িত অর্থের বিবরণ:

হাজার টাকায়

অর্থবছর	বরাদ্দ	খরচ	অব্যয়িত
২০১৮-২০১৯	৫,১১,২৭৫	৪,১২,৬১১	৯৮,৬৬৪
২০১৭-২০১৮	৫,৭৯,৬৬৩	৫,৪২,৮৯৭	৩৬,৭৬৬
২০১৬-২০১৭	৪,৭৩,৯১৭	৪,৪৬,১৭২	২৭,৭৪৫
২০১৫-২০১৬	৩,৮৮,৫ ৮১	৩,১৮,৮২৫	৬৯,৭৫৬
২০১৪-২০১৫	২,২৯,১৯৭	২,২৭,১৪১	২,০৫৬

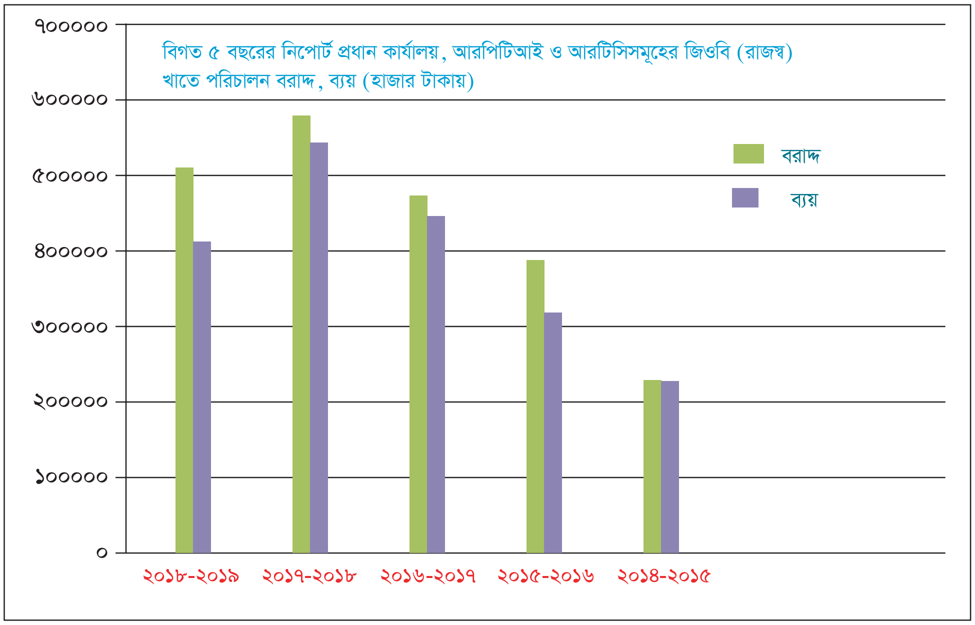

সারণি-২ : বিগত ৫ বছরের নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, আরপিটিআই ও আরটিসিসমূহের জিওবি (উন্নয়ন) খাতের ব্যয় (হাজার টাকায়) বরাদ্দ, খরচ ও অব্যয়িত অর্থের বিবরণ:

হাজার টাকায়

অর্থবছর	বরাদ্দ	খরচ	অব্যয়িত
২০১৮-২০১৯	৫,১৮,০০০	৩,৩৬,০৬১	১,৮১,৯৩৯
২০১৭-২০১৮	২,৯২,৬০০	১,৪৫,৬৯৯	১,৪৬,৯০১
২০১৬ - ২০১৭	২,২২,০০০	২,১০,৩৪৪	১১,৬৫৬
২০১৫-২০১৬	২,৩৮,০০০	৮৫,২০৬	১,৫২,৭৯৪
২০১৪-২০১৫	২,২১,০০০	১,৬৬,২৫৪	৫৪,৭৪৬

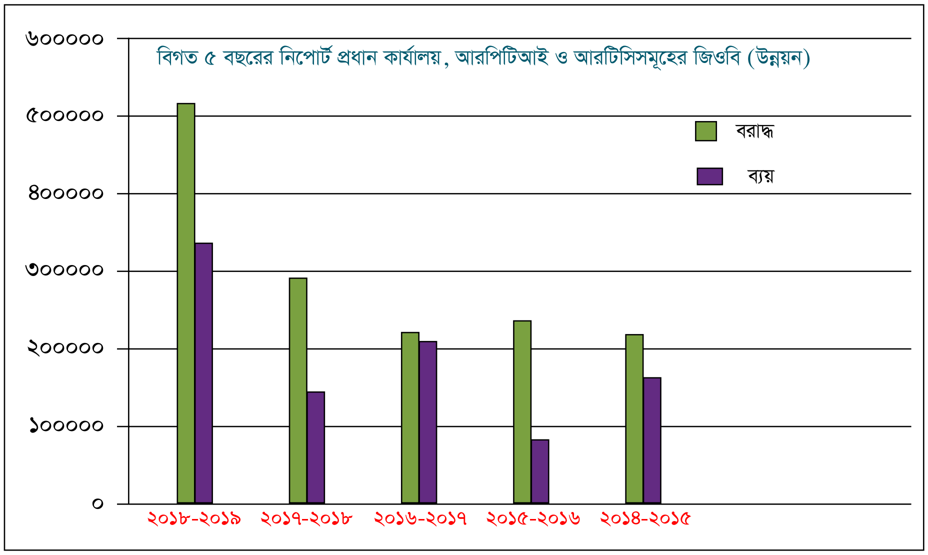

৭. প্রশিক্ষণ

জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীনে জেলা/উপজেলা, ইউনিয়ন ও মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ১২টি RPTI ও ২০টি RTC-তে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। নিপোর্ট এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিক, মাঠপর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি কর্মসূচি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে যা ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) অর্জনেও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির (4th HPNSP) অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যান অন্যতম মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে গুরুত্বপুর্ণ এ অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নের দায়িত্ব জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর উপর ন্যস্ত। দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিপোর্ট এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে পালন করে আসছে।

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি প্রবর্তনের পর ব্যয় সাশ্রয়ী কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদানে নিপোর্ট ২০১৮-২০১৯ আর্থিক বছরে এ চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে ৫০ ব্যাচে ১৪ ধরণের প্রশিক্ষণে মোট ১১৭৪ জনকে, ১২টি RPTI-তে ৬ ধরণের প্রশিক্ষণে ৬০১ ব্যাচে মোট ১৩,০৭৩ জনকে ও ২০টি RTC-তে ৬ ধরণের প্রশিক্ষণে ৮৮০ ব্যাচে মোট ২১,৯৭৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ অগ্রগতির বিবরণ ধারাবাহিকভাবে পৃথক পৃথকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক	ইনস্টিটিউট	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
০১.	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	১২৪৯	১১৭৪	৯৪.০০
০২.	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI)	১৩১৮৯	১৩০৭৩	৯৯.১২
০৩.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (RTC)	২২০০০	২১৯৭৭	৯৯.৯০
	মোট:	৩৬৪৩৮	৩৬১৯৭	৯৯.৩৪

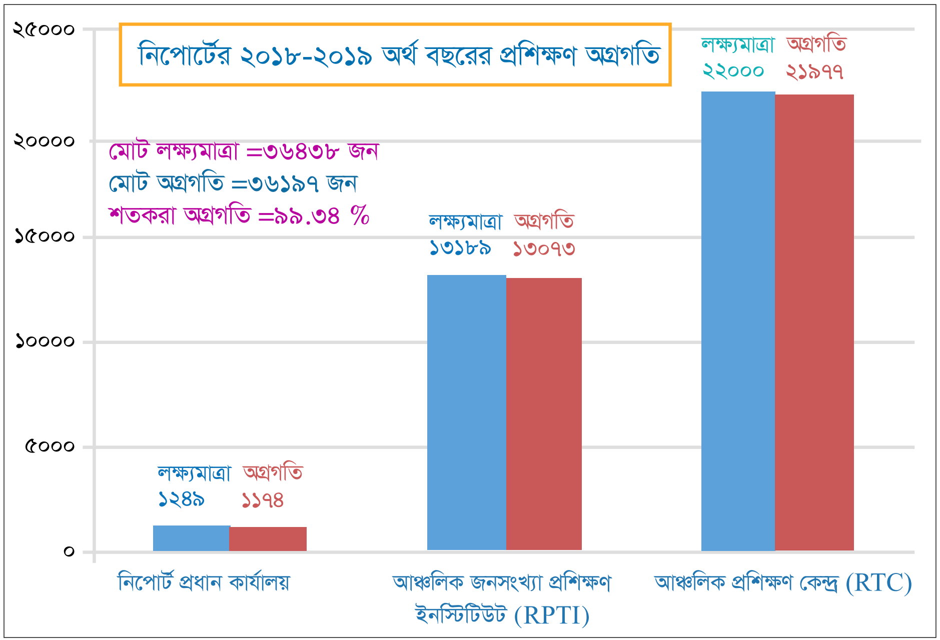

নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আরপিটিআই, সিলেট-এ অনুষ্ঠিত এসআরএইচআর কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

ক. নবনিয়োগপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)দের ওরিয়েন্টেশন কোর্স

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে নবনিয়োগপ্রাপ্ত ১২৮ জন মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)দের জন্য ৫ দিনের একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স গত ১২-১৬ মে, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নিপোর্টে আয়োজন করা হয়। ১২ মে, ২০১৯ তারিখ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে এ কোর্সের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা। ১৬ মে, ২০১৯ তারিখ ওরিয়েন্টেশন কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বেগম স্মৃতি রাণী ঘরামী।

নবনিয়োগপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)দের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

খ. সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ওরিয়েন্টেশন

বর্তমান সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৬ ও ২০১৮ সালে দুই দফায় যথাক্রমে ১০,০০০ জন এবং ৫,০৯২ জনসহ মোট ১৫,০৯২ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রথম বারের মত নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন ১২টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (RPTI) নিয়োগপ্রাপ্ত এসকল সিনিয়র স্টাফ নার্সদের জন্যে আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ (বিসিসি) এবং অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১০ কর্মদিবস ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন ১২টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ৪২টি ব্যাচে মোট ১০৪৯ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

গ. Training of Trainers (ToT) on Competency Based Training (CBT)

USAID-র আর্থিক সহায়তায় Accelerating Universal Access to Family Planning (AUAFP) বা সুখী জীবন শীর্ষক ০৫ বছর মেয়াদী (জুলাই ২০১৮- জুলাই ২০২৩) একটি প্রকল্প নিপোর্টের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগভুক্ত জেলাসমূহে চলমান থাকবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে Competency Based Training (CBT) বিষয়ে গত ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে ০২ দিনের একটি Training of Trainers (ToT) অনুষ্ঠিত হয়। এ ToT তে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় ও এর অধীন আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন ।

কোর্সটির প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন Ms. Stembile Mugore, Senior Advisor for Health Sector Performance and Sustainability, IntraHealth International, USA.

টিওটি কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ঘ. কারিকুলাম হালনাগাদকরণ ও মুদ্রণ

নিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও অন্যান্য অধিদপ্তর/দপ্তরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী ও মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ জন্য নিপোর্টের নিজস্ব কারিকুলাম রয়েছে। সাধারণত ৩-৫ বছর অন্তর নিপোর্ট কর্তৃক প্রণয়নকৃত কারিকুলামসমূহ হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। কারিকুলাম হালনাগাদকরণ/রিভিউ একটি চলমান প্রক্রিয়া। কর্মসূচির চাহিদা অনুযায়ী নতুন তথ্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিপোর্টের বিদ্যমান কারিকুলামসমূহ হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি কারিকুলাম হালনাগাদ করার জন্য একটি টেকনিক্যাল কমিটি ও একটি হালনাগাদ/রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। টেকনিক্যাল কমিটি কারিকুলাম হালনাগাদকরণের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এবং হালনাগাদকৃত কারিকুলামের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকে। হালনাগাদ/রিভিউ কমিটি নতুন তথ্য সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনের মাধ্যমে কারিকুলামসমূহ হালনাগাদ করে থাকে। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে ০৪টি কারিকুলাম টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর মুদ্রণ করা হয়। তাছাড়া ২টি নতুন কারিকুলাম টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়েছে যেগুলো ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মুদ্রণ করা হবে এবং 'দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক ১টি নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মুদ্রণকৃত ৪ টি কারিকুলাম

ক্রমিক	কারিকুলামের শিরোনাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১।	নব-জাতকের সমন্বিত সেবা (CNC)	০৫ দিন
২।	প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR)	০৫ দিন
৩।	উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO) গণের ইনডাকশন/ চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ	১০ দিন
৪।	পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA) দের পুন:প্রশিক্ষণ	০৫ দিন

নতুন প্রণয়নকৃত ২টি কারিকুলাম:

ক্রমিক	কারিকুলামের শিরোনাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১।	স্বাস্থ্য সহকারীদের (HA) মৌলিক প্রশিক্ষণ	২১ দিন
২।	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং জন্ম নিবন্ধন ও শিশু অধিকার	০৫ দিন

৮. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিপোর্ট বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (BHFS) ২০১৭ এর প্রিলিমিনারি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) ২০১৭-১৮ এর মুখ্য ইনডিকেটর রিপোর্ট প্রণয়ন ও অংশীজনের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ৬টি গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি সার্ভে ও একটি গবেষণা কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং একটি সার্ভের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
- এ সময়ে নিপোর্ট কর্মশালার মাধ্যমে আলোচ্য অর্থবছরে পরিচালিতব্য অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণার বিষয় চূড়ান্ত করেছে এবং আইসিডিডিআরবি এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ২টি গবেষণা সম্পন্ন করে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নিপোর্টের বার্ষিক প্রতিদেন ও ৩টি সংখ্যা নিউজ লেটার-নিপোর্ট বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি সেমিনার/কর্মশালা নিপোর্ট আয়োজন করেছে, যাতে মোট ৫৫৭ জন কর্মসূচি ব্যস্থাপক, কর্মকর্তা, সেবা প্রদানকারী, গবেষক, প্রশিক্ষক এনজিও কর্মকর্তা যোগদান করেছেন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিপোর্ট কর্তৃক সম্পন্ন/চলমান সার্ভে ও গবেষণা তালিকা

- Bangladesh Health Facility Survey (BHFS) 2017 সম্পন্ন হয়েছে।
- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2017-18 সম্পন্ন হয়েছে।
- Exploring the causes of high C-Section among mothers delivered in both public, private and NGO facilities সম্পন্ন হয়েছে।
- Need assessment of geriatric care in Bangladesh সম্পন্ন হয়েছে।
- Assessing Utilization of Satellite Clinic

- Assessing the readiness of the ESP service providers at upazila level and below
- An assessment of current status of Post Partum Family Planning (PPFP) services in Bangladesh
- Survey on Data Quality Review
- Bangladesh Adolescent and Wellbeing Survey 2019
- Utilization of Essential Service Delivery (UESD) Survey 2019
- Verification Study of Long Acting Reversible Contraceptive/Permanent Method (LARC/PM): BDHS, MIS of DGFP & DGHS and Demographic Surveillance-icddr,b in depth Analysis of Facility Readiness

নিপোর্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা কার্যক্রম

জনসংখ্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বাংলাদেশের বিস্তারিত তথ্যসহ সারা বিশ্বের তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করার উদ্দেশ্যে নিপোর্ট একটি সমন্বিত তথ্যসেবা পদ্ধতি চালু করেছে। সমন্বিত তথ্যসেবা পদ্ধতির আওতায় অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ও দেশের বাইরের ব্যক্তি বা সংগঠনকে তথ্য সরবরাহ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। নিপোর্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা সার্ভিস (NILIB) থেকে প্রদত্ত সেবা নিম্নরূপ :

- ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে নিপোর্ট লাইব্রেরি ডাটাবেজ (NILIB) থেকে বিবলিওগ্রাফিক সার্চসহ রেফারেন্স সেবা;
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) উদ্ভাবিত HINARI ও Pub Med-অনলাইন ডাটাবেজ-এর সাহায্যে লিটারেচার সার্চ সার্ভিস;
- কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস সার্ভিস বুলেটিন;
- প্রেসক্লিপিং বুলেটিন ;
- অ্যানোটেটেড বিবলিওগ্রাফিক সার্ভিস;
- এ্যাকসেশন রেজিস্টার ও
- রিপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস (ডকুমেন্টস এর ফটোকপি)।

বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিপোর্ট গ্রন্থাগার থেকে প্রায় ১,৫০০ প্রশিক্ষণার্থী/অনুষদ সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের ছাত্র-ছাত্রী তথ্যসেবা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা প্রশিক্ষণ কারিকুলাম থেকে শুরু করে অফিস ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক বিধি-বিধান, সচিবালয় নির্দেশমালা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বই/রিপোর্ট গ্রন্থাগারে বসে বা ধারে নিয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁরা উল্লিখিত বই/পুস্তক ছাড়া প্রতিদিন ৫-৬টি দৈনিক পত্রিকা/দেশি ও বিদেশি ম্যাগাজিন পড়েছেন। বই/গবেষণা প্রতিবেদন বা বিভিন্ন ধরনের জরিপ প্রতিবেদন, যেমন- বিডিএইচএস, বিএমএমএস, হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে, আরবান হেলথ সার্ভে, ইউইএসডি সার্ভের ফলাফল নিয়ে পড়াশোনা করেন।

প্রশিক্ষণার্থী ও নিপোর্টের অনুষদ সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/ছাত্র/গবেষক ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণ নিপোর্ট গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন। গত বছর প্রায় দু'শতাধিক গবেষক নিপোর্ট গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেছেন বা ব্যবহার করেছেন। তাঁরা সহজে ও অল্প সময়ে বই বা প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি ক্যাটালগিং সিস্টেম নির্ভর ডাটাবেজ (NILIB) ব্যবহার করেছেন। প্রতিবেদনকালীন নিপোর্টে সরকারি ইডেন মহিলা কলেজ থেকে ২৫ জন স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ছাত্রী ইন্টার্নশিপ করেছেন। তারা প্রতিদিন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন।

গত অর্থবছরে নিপোর্ট গ্রন্থাগারে সর্বমোট ৩৫০টি বই/প্রতিবেদন ক্রয় ও বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় অনুদান হিসেবে সংগৃহীত হয়। এ সময়ে ৩০টি দেশি/বিদেশি জার্নাল/নিউজলেটার গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়। নিপোর্ট বর্তমানে ৪টি দেশি/বিদেশি ম্যাগাজিন সাবসক্রিপশনের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। যেমন- দি ইকোনমিস্ট, রিডার্স ডাইজেস্ট, টাইমস্ ও মাসিক গণস্বাস্থ্য। তাছাড়া গ্রন্থাগারে প্রতিদিন ৫টি দৈনিক পত্রিকা সংগ্রহ করা হয়।

৯. উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে মানিকগঞ্জ সদরে নিপোর্টের আওতাধীন একটি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই) নির্মাণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত এ কাজে ১৮৯২.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। নির্মাণ কাজটি ০৪.০৫.২০১৯ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। নির্মিত অবকাঠামো স্থানান্তরের কাজটি অপেক্ষমাণ রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত ইনস্টিটিউটের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে পদ সৃষ্টির প্রস্তাব প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নির্মাণাধীন মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই)
নির্মাণে: স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১০. ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

ক) নিপোর্ট জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা পুষ্টি সেক্টরের কর্মসূচিভিত্তিক ও চাহিদামাফিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এসব প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের নিবন্ধন সহজীকরণের লক্ষ্যে নিপোর্ট ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (Digital Registration System-DRS) নামে একটি Application Software (Apps) তৈরি করেছে। এপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি পরবর্তীতে নিপোর্ট প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের (Training Management System) সাথে সংযোগ করে দেয়া হবে যাতে অতি সহজে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশক্ষণ পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের তথ্য সংরক্ষণ করা যায় এবং ভবিষ্যতে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

খ) নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং এটুআই প্রোগ্রামের কারিগরি সহযোগিতা ও নিপোর্টের ব্যবস্থাপনায় গত ০৯-১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় ৫ দিনব্যাপী নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট ও নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মোট ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটির উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিপোর্টের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব সুশান্ত কুমার সাহা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন) জনাব আ.খ.ম.মহিউল ইসলাম। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এটুআই প্রোগ্রামের বিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দ সেশন পরিচালনা করেন।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গ) "Training Management System" শীর্ষক উদ্ভাবনী প্রকল্পের উপস্থাপন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় গত ১৫ মে, ২০১৯ খ্রি. তারিখ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এম আই এস অডিটরিয়াম, মহাখালী, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯" শীর্ষক কর্মশালায় নিপোর্টের পক্ষ থেকে Training Management System" শীর্ষক একটি উদ্ভাবনী প্রকল্পের উপস্থাপন করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো. আসাদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন।

ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯

১১. শুদ্ধাচার কার্যক্রম

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিম্নবর্ণিত ০৬ (ছয়) জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে:

ক্রমিক	কর্মচারীর নাম ও পদবি	কর্মস্থল	বেতন গ্রেড
১.	জনাব হরিচাঁদ শীল অধ্যক্ষ	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), ফরিদপুর	৭ম
২.	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান প্রধান সহকারী	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), ফরিদপুর, (সংযুক্ত, নিপোর্ট)	১১তম
৩.	মিজ মুকিমা শিরিন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC), ধামরাই, ঢাকা	৫ম
৪.	মিজ কাউসার জাহান চৌধুরি হাউজকিপার	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC), কাপ্তাই, চট্টগ্রাম	১৪তম
৫.	জনাব মো. আলী হোসেন হিসাবরক্ষক	নিপোর্ট	১০ম
৬.	মিজ আয়শা আক্তার অফিস সহকারী	নিপোর্ট	১৩তম

১২. উত্তম চর্চা (Best Practice) পুরস্কার প্রদান

শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বগুড়া এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাংনী, মেহেরপুরকে উত্তম চর্চা (Best Practice) পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বগুড়া

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাংনী, মেহেরপুর

১৩. উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন

ক) নিপোর্ট এবং এটুআই, আইসিটি বিভাগ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখ Mutual cooperation towards capacity building of Bangladesh Civil Service/Officials through Training Institutes বিষয়ে নিপোর্ট এবং এটুআই, আইসিটি বিভাগ এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিপোর্টের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সকে ই-লার্নিং-এ রূপান্তর, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন/ হালনাগাদকরণে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

সমঝোতা স্মারকে নিপোর্টের পক্ষে স্বাক্ষর করেন জনাব সুশান্ত কুমার সাহা, মহাপরিচালক, নিপোর্ট ও অতিরিক্ত সচিব এবং এটুআই এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন জনাব মো. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, এটুআই ও অতিরিক্ত সচিব। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এন এম জিয়াউল আলম, সচিব, আইসিটি বিভাগ।

খ) নিপোর্ট ও পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এর মধ্যে Letter of Collaboration (LOC) স্বাক্ষর

USAID, এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত "Accelerating Universal Access to Family Planning (AUAFP)" বা 'সুখী জীবন' প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩১ মার্চ, ২০১৯ খ্রি. তারিখে নিপোর্ট এবং পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এর মধ্যে একটি Letter of Collaboration (LOC) স্বাক্ষরিত হয়। নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা এবং 'সুখী জীবন' এর প্রকল্প পরিচালক ও পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এর সিনিয়র কান্ট্রি ডিরেক্টর মিজ্ ক্যারোলাইন ক্রসবি LOC তে স্বাক্ষর করেন।

নিপোর্ট ও পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এর মধ্যে Letter of Collaboration (LOC) স্বাক্ষর

'সুখী জীবন' প্রকল্প সরকারের ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ কর্মসূচি তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগে সরকারের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়োজিত থেকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকারের চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি ২০১৭-২০২২ এর লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ সেবাপ্রদানকারী তৈরির ক্ষেত্রে এই LOC সংশ্লিষ্ট সকল অপারেশনাল প্ল্যান অনুসরণ করে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতা সহজতর করবে। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

১৪. বিদেশ প্রশিক্ষণ/ লার্নিং ভিজিট

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP)-র অপারেশনাল প্ল্যান "প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD)"এর অর্থায়নে নিপোর্ট ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২.০৫.২০১৯ খ্রি তারিখ থেকে ৩০.০৫.২০১৯ খ্রি তারিখ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি অব ম্যাগডেবার্গ, জার্মানী-তে "Experiential Learning, Effective Training Design and Management in Health Sector" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

ইউনিভার্সিটি অব ম্যাগডেবার্গ এর অনুষদবর্গের সাথে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

১৫. ‘সুখী জীবন’ শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

USAID-এর আর্থিক সহায়তায় Accelerating Universal Access to Family Planning (AUAFP) বা “সুখী জীবন” শীর্ষক ৫ বছর মেয়াদী (জুলাই ২০১৮-জুলাই ২০২৩) একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। Pathfinder International ও এর অন্যান্য সহযোগীদের সমন্বয়ে নিপোর্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে তাঁদের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে Training Need Assessment (TNA) করা, প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগী ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা এবং ১ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

গত ২৯ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে চট্টগ্রাম এবং ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কর্মশালায় নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গত ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে সিলেটে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কর্মশালায় নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মতিয়ার রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কর্মশালায় নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা, AUAFP বা সুখী জীবন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক Ms. Caroline Crosbie ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

১৬. অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা

নিপোর্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। যেমন-জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (NAPD), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জেমস পি গ্রান্টস্ স্কুল অব পাবলিক হেলথ (JPGSPH), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, সেইভ দ্যা চিলড্রেন, ইউএসএআইডি, বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনএফপিএ, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল, জাইকা, icddr,b, Measure Evaluation, ICF International ও নাফিক।

এছাড়া, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে কাজ করছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

অভিযাত্রা

বিশ্বব্যাপী নার্সিং ও মিডওয়াইফারি একটি সমাদৃত ও মহান পেশা হিসেবে স্বীকৃত যা স্বাস্থ্যসেবার একটি অপরিহার্য্য অংশ। বাংলাদেশে নার্সিং পেশার যাত্রা ব্রিটিশ- ইন্ডিয়া হতে শুরু হলেও এর প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ ১৯৮৭ সালে। বাংলাদেশের নার্সিং ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ১৯৭৭ সালে "সেবা পরিদপ্তর" গঠিত হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক সহযোগিতায় এবং মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৬ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে তৎকালীন সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। সেবা পরিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলে উন্নীত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এ্যাক্ট, ২০১৬ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিস কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সেবা পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার পাশাপাশি পদসৃজনের মাধ্যমে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের জন্য মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকসহ ১৬ (ষোল) ক্যাটাগরির মোট ৭৭ (সাতাত্তর) টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ৩০০০ (তিন হাজার) মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল স্বাস্থ্যসেবা ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩২,৫৪৭ (বত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ জন) নার্স, ১১৪৯ জন মিডওয়াইফ ও ৮৭৬ জন নন-নার্সিং কর্মকর্তা ও কর্মচারি সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত আছেন।

ভিশন

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্সিং জনবল তৈরি ও পদায়নের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এবং সুস্থ জাতি গঠনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার মান বজায় রেখে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

মিশন

স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে নার্সিং বিষয়ক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান ও এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। নার্সিং বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশলপত্র ও নিয়োগবিধিসহ অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সর্বোপরি, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশার উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য গুণগত মানসম্পন্ন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা নিশ্চিত করা।

বিদ্যমান জনবল

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অংশে) শুন্য পদের তালিকা:

ক্রমিক	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১	গ্রেড ৪-৯	১৫৬	৮১	৭৫
২	গ্রেড ১০-১২	৩৭৫	৩৫২	২৩
৩	গ্রেড ১৩-১৬	৩৩৫	২৬৮	৬৭
৪	গ্রেড ১৭-২০	৬৯৩	৫৪৪	১৪৯

১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে নবনিয়োগপ্রাপ্ত মিডওয়াইফদের যোগদান অনুষ্ঠান

নার্সিং শিক্ষা

দেশের ৩৮টি সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯৭৫ (নয়শত পঁচাত্তর) টি আসনে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ইউএনএফপিএ কর্তৃক ৩১ (একত্রিশ) জন শিক্ষার্থী নিয়ে ডালারনা ইউনিভার্সিটি, সুইডেনভিত্তিক Sexual and Reproductive Health & Rights (SRHR) বিষয়ে ওয়েববেজড মাস্টার্স অন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। এযাবৎ মোট ৬০ (ষাট) জন মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছেন এবং ৬০ (ষাট) জনের কোর্স চলমান আছে। ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে দুই জন করে মোট চার জন মিডওয়াইফ ফ্যাকাল্টি ওয়েব-বেজড পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়ন করছেন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এডুকেশন এ্যান্ড সার্ভিসেস (নেমস) অপারেশনাল প্লানের আওতায় ১৬ জন নার্স থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে নিয়ানার (জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান) ও দেশের বিভিন্ন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। এ ছাড়াও, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৪০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ৬টি বিশেষ বিষয়ের উপর (ICU/CCU, Respiratory Nursing, Pediatric Nursing, Geriatric Nursing, Oncology থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/ সাফল্য

- মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজের নির্মাণ শেষে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স এবং ২০১৭/১৮ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি নার্সিং শিক্ষা কোর্সে ১০০ আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।
- ঢাকা শেরেবাংলানগর নার্সিং কলেজে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি নার্সিং কোর্সে ১০০ আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।
- শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ নার্সিং কলেজ গাজীপুর এর নির্মাণ শেষে হস্তান্তরপূর্বক ২০১৭/১৮ শিক্ষাবর্ষে বিএসসি নার্সিং কোর্সে ১০০ আসনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

ক্রমিক নং	বিষয়	সম্পাদিত কাজের বিবরণ
১।	পুরাতন ০৭ টি নার্সিং কলেজের প্রস্তাবিত জনবলের সাংগঠনিক কাঠামোর খসড়া প্রণয়ন।	পুরাতন ০৭ টি নার্সিং কলেজের (নার্সিং কলেজ ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল) প্রস্তাবিত জনবলের সাংগঠনিক কাঠামোর খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য ২১/০৮/২০১৯ তারিখে সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান জনবল অবকাঠামোর খসড়া প্রণয়ন।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান জনবল অবকাঠামোর খসড়া প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সাময়িকভাবে সংযুক্তিতে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে পদায়ন।	নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট) শিক্ষকের তীব্র সংকটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে বিধায় শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ১৫/০৯/২০১৯ তারিখে দেশের সরকারি পর্যায়ের নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভাগওয়ারী (বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট ও ঢাকা বিভাগের মাত্র নতুন ২টি নার্সিং কলেজে (শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ নার্সিং কলেজ,গাজীপুর এবং সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন নার্সিং কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর) ৬২ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে সাময়িকভাবে সংযুক্তির মাধ্যমে পদায়ন করা হয়েছে; এছাড়াও বাকী বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক পদায়নের প্রক্রিয়া চলমান আছে।
৪।	০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম।	পূর্বের ৩৮ টি সরকারী নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট) ও চলতি বছরে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন নার্সিং কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর (মোট ৩৮+১=৩৯) ১০২৫ আসনে ০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম চলমান।
	০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্সেস মিডওয়াইফারি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম।	পূর্বের ৪৩ টি সরকারী নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট) ও চলতি বছরে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন নার্সিং কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর (মোট ৪৩+১=৪৪) ২,৬৩০ আসনে ০৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্সেস মিডওয়াইফারি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম চলমান।
	০৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব সায়েন্সেস ইন নার্সিং কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম।	১১ টি সরকারী নার্সিং কলেজে ০৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব সায়েন্সেস ইন নার্সিং কোর্সে ১১০০০ আসনে ছাত্র/ ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া চলমান।
	০২ বছর মেয়াদি পোস্ট-বেসিক বিএ-সসি ইন নার্সিং/পাবলিক হেলথ নার্সিং কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম।	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন নার্সিং কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুরসহ ৫ টি নার্সিং কলেজে ০২ বছর মেয়াদি পোস্ট-বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং/পাবলিক হেলথ নার্সিং কোর্সে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ৬২৫ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সম্পাদিত কাজের বিবরণ
	নিয়ানার এ এম এস এন কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম।	জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিয়ানার) থেকে ৬ টি বিষয়ে এ পর্যন্ত ২ টি ব্যাচে ৮৪ জন ছাত্র/ ছাত্রী এমএসএন ডিগ্রী লাভ করেছে। ১৫ জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে ২ টি ব্যাচে ৮৯ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে।
৫।	কার্যপরিধির খসড়া প্রস্তুত সম্পন্ন।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের খসড়া কার্যপরিধি প্রস্তুত করে অনুমোদনের নিমিত্ত গত ২০/০৩/২০১৯ তারিখ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
	Center of Excellence হিসেবে নার্সিং ইনস্টিটিউটকে প্রতিষ্ঠিত করা।	৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে (কুমিল্লা, বগুড়া, খুলনা, টাংগাইল ও ঠাকুরগাঁও) Center of Excellence হিসেবে নার্সিং ইনস্টিটিউটকে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

- "এক্সপানশন এ্যান্ড কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন" শীর্ষক প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। নির্মাণ কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৫% কাজ সমাপ্ত হওয়ার পথে।
- শেরেবাংলানগর, ঢাকায় ৯ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ শেষে হস্তান্তর করে সেখানে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে। একই সাথে ০৯ তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ শেষে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত কোর্সের ছাত্র/ ছাত্রীরা হোস্টেলে অবস্থান করছে।
- মহাখালী ঢাকায় শিক্ষার্থীদের জন্য ৬তলা বিশিষ্ট ২০০ সিটের একটি হোস্টেল এবং ৬ তলা বিশিষ্ট ২৪ ইউনিটের একটি টিচার্স কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৫% কাজ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।
- " জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিয়ানার)" প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঢাকার মুগদায় প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে নার্সিং বিষয়ক ৬ টি ফিল্ডে ৩৮ (আটত্রিশ) জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হয়ে একাডেমিক সেশন শুরু হয়েছিল। ইতোমধ্যে ২টি ব্যাচে ৮৪ জন ছাত্র/ ছাত্রী এমএসএন ডিগ্রী লাভ করেছে। ১৫ জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে ২টি ব্যাচে ৮৯ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। নার্সিং পেশার সুমহান স্থপতি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ১৮৪তম জন্মবার্ষিকীতে গত ১২ মে , ২০১৮ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবনটির আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন।
- এস্টাব্লিশমেন্ট অব নার্সিং ইনস্টিটিউট, ডায়াবেটিক সমিতি, পাবনা শীর্ষক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ মাস সময় বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া হয়। কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৯% ।

চলমান প্রকল্পের তালিকা

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ এ্যান্ড হাসপাতাল লিঃ এর মধ্যে Public-Private Partnership এর মাধ্যমে চলমান ইউনিভার্সেল নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০১৯। প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আরও দেড় বছর (জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত) বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ভবনটির নকশা প্রণয়নের কার্যক্রম স্থাপত্য অধিদপ্তরে চলমান।
- তাজউদ্দীন আহমদ নার্সিং কলেজ, গাজীপুর এর হোস্টেল সম্প্রসারণ ও আবাসিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
- খাগড়াছড়ি নার্সিং কলেজের ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৫ টি নার্সিং বয়েজ হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের হার

সম্প্রতি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের জন্য ২টি ই-নথি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারির আইডিতে ডাক আপলোড ও নথি প্রেরণ করা হয়। এটুআই নথি টিমের পরামর্শক্রমে ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ইনোভেশন প্রকল্পের তালিকা

- ভিজিটর ফ্রেন্ডলি সার্ভিসেস
- দাপ্তরিক চিঠিপত্র অগ্রবর্তী সহজীকরণ
- পার্সোনাল ডাটাশিট (পিডিএস) সহজীকরণ
- অনলাইন এপ্লিকেশন ফর ট্রান্সফার, প্রমোশন, লিয়েন এ্যান্ড ডেপুটেশন
- নার্স-মিডওয়াইফস এডুকেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (নেমস) ।

আগামী দিনের পরিকল্পনা (অগ্রাধিকারভিত্তিক)

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় জোর দেয়া।
- আরও ৫ টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে Center of Excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- Accreditation Guideline অনুযায়ী নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করা।
- নার্সিং শিক্ষায় পদোন্নতি সোপান প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন করা
- ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১-২২ বাস্তবায়ন
- মুজিব বর্ষ ২০২০-২১ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- নার্স- মিডওয়াইফ বর্ষ ২০২০ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- এনডিডি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- অধিক হারে অনলাইন ও ডিজিটালাইজড সেবা চালুকরণ।
- বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন
- এসডিজি অর্জনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- অন দি জব ট্রেনিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (বিএনএমসি) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। আইন অনুযায়ী এটি দেশের নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও সহযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ এবং পেশাগত নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) প্রদানকারী একমাত্র কর্তৃপক্ষ। বিএনএমসি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সাথে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও পেশার উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কার্যসম্পাদন করে থাকে।

কাউন্সিলের কার্যাবলী

- বাংলাদেশের নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও সহযোগী পেশার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও সহযোগী পেশার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান;
- বিদেশে অবস্থিত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান;
- অন্যান্য দেশের নার্সিং কাউন্সিল বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে সেই দেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা যোগ্যতার বিষয়ে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে স্বীকৃতি প্রদানসহ এতদসংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিচালনা;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষার ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরসহ সকল পর্যায়ে অভিন্ন ন্যূনতম মানসম্পন্ন পাঠ্যসূচী ও কোর্স প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মেয়াদ নির্ধারণ;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষার ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তির নীতিমালা ও শর্তাদি নির্ধারণ;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির নীতিমালা ও শর্তাদি নির্ধারণ;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা এবং সহযোগী পেশার প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য শিক্ষকগণের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মান নির্ধারণ;
- স্বীকৃতির যোগ্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী পেশার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নার্সিং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মিডওয়াইফারি শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নির্ধারণসহ বিভিন্ন মেয়াদের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা এবং সহযোগী পেশার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা;
- নিবন্ধন সনদ প্রদানের লক্ষ্যে কাউন্সিল কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণ বা ক্ষেত্রমত, প্রাক-নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ, সনদ প্রদান, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নির্ধারণ;
- স্বীকৃতির যোগ্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা এবং সহযোগী পেশার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক পরীক্ষার পরীক্ষকগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মান নির্ধারণ;
- স্বীকৃত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী পেশার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিবন্ধন প্রদান;
- স্বীকৃত নার্স, মিডওয়াইফ ও সহযোগী পেশাজীবীদের নিবন্ধন;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফ এবং সহযোগী পেশার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন;
- নিবন্ধন, পরিদর্শন ও অন্যান্য ফি নির্ধারণ;
- নার্সিং ও মিডওয়াইফ এবং সহযোগী পেশা বিষয়ক ভুয়া পদবী, ডিগ্রি, প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কাউন্সিলের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও তার হিসাব নিরীক্ষণ;
- তফসিলভুক্ত বা তফসিলবহির্ভূত, বাংলাদেশের বাইরে এবং ভিতরে অবস্থিত যে কোন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার মান মূল্যায়ন বা পুনঃমূল্যায়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন; এবং
- প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের অর্জন

- ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স কারিকুলাম হালনাগাদপূর্বক ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষ হতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- ২০১৮ সালে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কারিকুলাম হালনাগাদ পূর্বক ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষ হতে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে;
- ২ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং (পোস্ট বেসিক) কোর্স কারিকুলাম হালনাগাদপূর্বক ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ হতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- হালনাগাদ কারিকুলাম মোতাবেক ডিপ্লোমা কোর্সের বার্ষিক সমাপনী পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে কাউন্সিল কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ১ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন রেনাল নার্সিং কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- ২ বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্সের মডিউল হালনাগাদ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স কারিকুলাম হালনাগাদের কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিএনএমসি কর্তৃক দেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহ অ্যাক্রেডিটেশন গাইডলাইন ও টুলস প্রণয়ন ও অনুমোদন;
- মানসম্মত নার্সিং শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নতুন কারিকুলামের উপর শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রদান;

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
Health Engineering Department

১. ভূমিকা

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Health Engineering Department) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ ও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বদা সচল ও উপযোগী রাখাই হচ্ছে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক দেশব্যাপী সকল প্রকার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার ইত্যাদি কাজ প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী সম্পাদন করে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যথাসময়ে অর্থের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত সুবিধাসহ দৃষ্টিনন্দন স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর।

২. রূপকল্প (Vision): মানসম্মত স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নত স্বাস্থ্যসেবার সহায়ক।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission): যথাসময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান অবকাঠামো সম্প্রসারণসহ মানসম্মত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থাপনাসমূহকে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উপযোগী রাখা।

৪. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো

ক্রমিক	কার্যালয়ের নাম	অবস্থান	জনবল
১.	প্রধান কার্যালয়	ঢাকা (১টি)	১২২
২.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ (৮টি)	১১০
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	ঢাকা সিটি, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, যশোর, বরিশাল, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কক্সবাজার, ঝিনাইদহ, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ বিভাগ (৩০টি)।	৩৭৮
৪.	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়	প্রশাসনিক প্রতিটি জেলাতে এবং ঢাকা সিটি-১, ঢাকা সিটি-২ ও ঢাকা সিটি-৩ (৬৭টি)।	৪৩৩
	মোট কার্যালয়:	**১০৬টি**	**১,০৪৩**

(খ) জনবল

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল ১,০৪৩ জন। নিম্নে জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেয়া হলো:

ক্রমিক	পদের গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
০১।	গ্রেড: ২-৯	১৮৭	৯৬	৯১
০২।	গ্রেড: ১০	৪১৫	১২৫	২৯০
০৩।	গ্রেড: ১১-১৬	২২৪	১৯১	২৩৩
০৪।	গ্রেড: ১৮-২০	২১৭	১৩৭	৮০
	মোট:	**১,০৪৩**	**৫৪৯**	**৪৯৪**

৫. কার্যপরিধি ও কার্যবণ্টন

(ক) কার্যপরিধি

ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো/স্থাপনা সমূহের নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজও এইচইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

(খ) কার্যবণ্টন

এইচইডি'র কার্যপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, উপজেলা পর্যায়ে নতুন ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স নির্মাণ, বিদ্যমান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, বিদ্যমান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ, উপজেলা স্টোর নির্মাণ, FWVTI, RTC নির্মাণ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, নার্সিং কলেজ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) নির্মাণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় নির্মাণসহ মন্ত্রণালয় নির্দেশিত অন্যান্য নির্মাণ কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

৬. কর্মসম্পাদন, অগ্রগতি এবং কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন/বাস্তবায়িত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ

(ক) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ কাজ

সারাদেশে বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) এর সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কেন্দ্রসমূহ উন্নীতকরণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১৮৩২টি বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UH&FWC) উন্নীতকরণ করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসুচি'র আওতায় ৫০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) উন্নীতকরণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৮টি'র উন্নীতকরণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৮টির উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে।

(খ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ

সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৩,৯৩০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ২১৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮টি'র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৩৩টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, বেক্রা আটগ্রাম, নাগরপুর, টাংগাইল

(গ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ কাজ

সারাদেশে জরাজীর্ণ ও সেবা প্রদানে অনুপযোগী বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুনঃনির্মাণ করে সেবা প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ১১৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুনঃনির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৫টি'র পুনঃনির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৩৮টির পুনঃনির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

(ঘ) ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ হাট/বাজার/বন্দর ইত্যাদি এলাকায় ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ৯৬টি ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৪টি ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ৫৭টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে নির্মিত ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

১	মকিমাবাদ (চরাদি), বাকেরগঞ্জ, বরিশাল	৮	শালিখা (আড়পাড়া), শালিখা, মাগুরা
২	ভেলুমিয়া, সদর, ভোলা	৯	চরভাংগা, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর
৩	রায়দৌলতপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১০	১০	কবিরহাট, নোয়াখালী
৪	শক্তিপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	১১	শিবপুর, নরসিংদী
৫	সরিকল (মায়ারচর), গোরনদী, বরিশাল	১২	সোনাগাছা, সদর, সিরাজগঞ্জ
৬	রাজাহার (বাহাদুরপুর), আগৈলঝরা, বরিশাল	১৩	কৃষ্ণাদিয়া, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ
৭	কাচেরকোল, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ	১৪	শঘাট, শেরপুর, বগুড়া

কৃষ্ণাদিয়া ১০ শয্যা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ

(ঙ) উপজেলা ষ্টোর কাম পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ

পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী এবং ঔষধপত্র সংরক্ষণ এবং দুরবর্তী স্থানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা ষ্টোর নির্মাণ করা হচ্ছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ১৫১টি উপজেলা ষ্টোর-কাম-পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৩টি উপজেলা ষ্টোর-কাম-পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ৪০টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে নির্মিত উপজেলা স্টোর কাম পরিবার পরিকল্পনা অফিস

১	কলারোয়া, সাতক্ষীরা	১৫	বড়াইগ্রাম, নাটোর	২৯	পার্বতীপুর, দিনাজপুর
২	শিবপুর, নরসিংদী	১৬	সুজানগর, পাবনা	৩০	নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৩	পলাশ, নরসিংদী	১৭	ফরিদপুর, পাবনা	৩১	হাকিমপুর, দিনাজপুর
৪	মাদারগঞ্জ, জামালপুর	১৮	বেড়া, পাবনা	৩২	ডিমলা, নীলফামারী
৫	ইসলামপুর, জামালপুর	১৯	শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	৩৩	আটোয়ারী, পঞ্চগড়
৬	দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর	২০	সারিয়াকান্দি, বগুড়া	৩৪	হরিপুর, ঠাকুরগাঁও
৭	ধনবাড়ী, টাংগাইল	২১	গাবতলি, বগুড়া	৩৫	চিতলমারি, বাগেরহাট
৮	উখিয়া, কক্সবাজার	২২	পাঁচবিবি, জয়পুরহাট	৩৬	বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী
৯	মহেশখালী, কক্সবাজার	২৩	উলিপুর, কুড়িগ্রাম	৩৭	সদর, ঝালকাঠি
১০	ছাগলনাইয়া, ফেনী	২৪	নাগেশ্বরি, কুড়িগ্রাম	৩৮	জিয়ানগর, পিরোজপুর
১১	সোনাগাজী, ফেনী	২৫	ভুরুঙ্গামারি, কুড়িগ্রাম	৩৯	নাজিরপুর, পিরোজপুর
১২	রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর	২৬	মিঠাপুকুর, রংপুর	৪০	নেছারাবাদ, পিরোজপুর
১৩	রামগতি, লক্ষ্মীপুর	২৭	তারাগঞ্জ, রংপুর	৪১	কাউখালী, পিরোজপুর
১৪	গুরুদাসপুর, নাটোর	২৮	বোঁচাগঞ্জ, দিনাজপুর	৪২	সদর, পিরোজপুর
				৪৩	ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা

উপজেলা স্টোর কাম পরিকল্পনা অফিস, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

(চ) আরপিটিআই নির্মাণ

পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বিবেচনা করে সরকার পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই) নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ২টি আরপিটিআই নির্মাণ কাজ ও ৬টি আরপিটিআই উন্নীতকরণের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বরিশাল সদর ও মানিকগঞ্জ সদরে ২টি আরপিটিআই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

আরপিটিআই, সদর, মানিকগঞ্জ

(ছ) ম্যাটস্ নির্মাণ

মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ কর্মীর চাহিদা বিবেচনা করে সরকার মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ৯টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জে ৩টি ম্যাটস্ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৬টি ম্যাটস্ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

(জ) নার্সিং কলেজ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ

নার্সিং হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবার মেরুদণ্ড। মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য নার্সিং সেবা অপরিহার্য। দেশে বিদেশে দক্ষ নার্সের চাহিদা বিবেচনা করে সরকার দক্ষ নার্স তৈরির জন্য নতুন নার্সেস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং নার্সিং কলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ৬টি নার্সিং কলেজ ও ২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাদারীপুর জেলায় ১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

(ঝ) ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসেবা সহকারী, ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান ইত্যাদি জনবল প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এইচইডি গত ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৯টি আইএইচটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ১২টি আইএইচটি নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাদারীপুর সদর ও জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুরে ২টি আইএইচটি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫টি আইএইচটি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

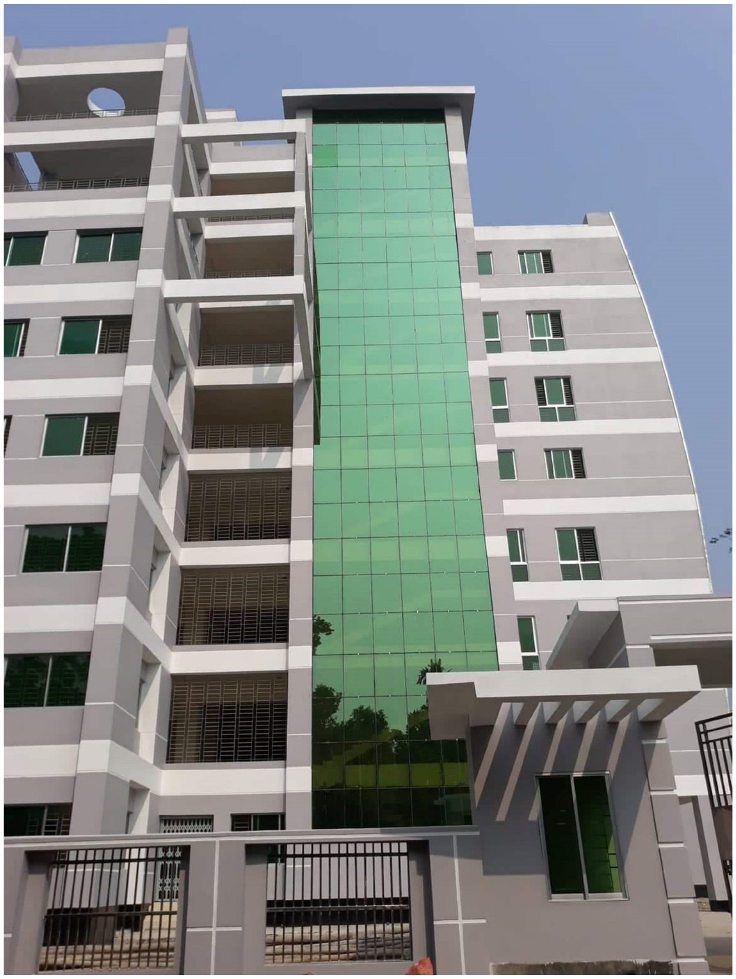

আইএইচটি, সদর, মাদারীপুর

৭. ভবিষ্যত পরিকল্পনা

অপারেশনাল প্ল্যানভুক্ত কাজ: ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র অন্তর্ভুক্ত ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি) ওপি'র আওতায় জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে দেশব্যাপী বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামোর নির্মাণ, উন্নীতকরণ, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য সর্বমোট ১১,৬৭,৬২৬.০১ টাকার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) কর্তৃক ৫,৯৯,৬৪৯.৯৪ টাকার কাজ বাস্তবায়িত হবে। উক্ত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রধান কাজসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	কাজের নাম	চলমান কাজের সংখ্যা	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ কাজ	৮টি	১১টি	
২	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	৩৩টি	২০৪টি	
৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ	৩৮টি	৭৩টি	
৪	আরডি/ ইউনিয়ন সাব-সেন্টার এর সম্প্রসারণ, রিমডেলিং ও সংস্কার কাজ	-	৫০টি	
৫	আরডি/ইউনিয়ন সাব-সেন্টার-কে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে উন্নীতকরণ	-	০৯টি	
৬	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৪৩৬টি		
৭	১০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	৫৭টি	৫২টি	
৮	২০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	-	০১টি	
৯	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম স্টোর নির্মাণ	৪০টি	৮৯টি	
১০	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এফডবিউভিটিআই) নির্মাণ	০১টি	০১টি	
১১	এফডবিউভিটিআই উন্নীতকরণ	-	০৭টি	
১২	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) স্থাপন	৫টি	০৮টি	
১৩	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) নির্মাণ	৬টি	০৬টি	
১৪	নার্সিং কলেজ নির্মাণ	৫টি	০৪টি	
১৫	নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর রিমডেলিং এবং সংস্কার কাজ	-	২০টি	

৮. উপসংহার

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বল্পসংখ্যক জনবলের মাধ্যমে নিরলস পরিশ্রম করে দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবার মান বদ্ধির সাথে সাথে এইচইডি'র কর্মপরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইচইডি'র কার্যক্ষমতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে এইচইডি'র কাঠামোগত সম্প্রসারণ ও জনবল বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্প/অপারেশন প্ল্যান/সেক্টর কর্মসূচি

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে "স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি" নামক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP ২০১৭-২০২২) চলমান রয়েছে যার আওতায় ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৭টি ওপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মেডিকেল এডুকেশন এন্ড হেলথ ম্যানপাওয়ার ডেভেলপমেন্ট" ওপি, নিপোর্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট" ওপি এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি এডুকেশন এন্ড সার্ভিসেস" ওপিসহ মোট ১০টি অপারেশনাল প্ল্যান এ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাভুক্ত। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২টি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক ১টি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১টি এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (BMRC) কর্তৃক ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

নিম্নে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি/কার্যাবলীর বিবরণ দেয়া হলোঃ

প্রকল্পসমূহ

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর অধীনে সুপার স্পেসিয়ালাইজড হসপিটাল স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পটি ১৩৬৬.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর অধীনে আধুনিক মানের Multi-disciplinary ও সুপার স্পেসিয়ালাইজড হাসপাতাল স্থাপন করা হবে। ফলে সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সহজীকরণ হবে । ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পটির আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২০০.২২ কোটি টাকা; জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ১১০.২১ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫৫.০৪%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আংশিকভাবে হাসপাতাল ভবন নির্মাণ, মোটরযান ক্রয়, কম্পিউটার এবং আনুষংগিক ক্রয়, আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(২) ইলেকট্রনিক ডাটা ট্র্যাকিংসহ জনসংখ্যা ভিত্তিক জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং কর্মসূচি (ইপিসিবিসিএসপি) প্রকল্প

প্রকল্পটি ৪৯.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮- জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং,ব্যবস্থাপনা এবং ফলো-আপের জন্য কার্যকর রেফারাল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে ক্যান্সারজনিত মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করা। প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কমিউনিটি পর্যায়ে ইলেকট্রনিক ডাটা ট্র্যাকিংসহ সাশ্রয়ী মূল্যে জনসংখ্যাভিত্তিক জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং কর্মসূচি ও রেফারাল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। ৩১টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আঞ্চলিক রেফারাল কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ/প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণে সহযোগিতাকরণ এবং স্ক্রীনিং, কলনোস্কোপি, চিকিৎসা ও ইলেকট্রনিক ডাটা ট্র্যাকিং ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে। তাছাড়া, নির্বাচিত ২০০ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ইলেকট্রনিক ডাটা ট্র্যাকিংসহ জনসংখ্যাভিত্তিক জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং সেবা প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করা হবে। জনসংখ্যাভিত্তিক স্ক্রিনিং সেবা ও ইলেকট্রনিক মনিটরিং সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাও প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পটির আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ০৭.০০ কোটি টাকা; জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৬.৪৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯২.১৮%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, হেলথ ক্যাম্প, কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্পটি ১৫০৬.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮- জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানের সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গবেষণাগার "বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। প্রকল্পের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সকল পর্যায়ের গবেষকদের এক

সাথে কাজ করার একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে এবং দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন নতুন গবেষক তৈরি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া, দেশের চিকিৎসা গবেষণা উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে উন্নীতিকরণে ও রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে দেশের জনগণের চিকিৎসা সেবা প্রদানে সহায়তা করা হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা হবে; যেমন: সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের জেনেটিক প্যাটার্ন নির্ণয় ও গবেষণা, জনগণের সুচিকিৎসার লক্ষ্যে রোগ ও রোগীর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণা এবং -আধুনিক জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের ঔষধ ও খাদ্যশিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পটির আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১৪.১০ কোটি টাকা; জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ১.৬৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১১.৭৬%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোটরযান ক্রয়, কর্মশালা ও সেমিনার অনুষ্ঠান, মনিহারী ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় ইত্যাদি কর্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) শহীদ তাজউদ্দীন আহ্মদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, গাজীপুর প্রকল্প

প্রকল্পটি ৯২৪.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। গাজীপুর জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকার জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অবকাঠামো নির্মাণ হলো প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জন্য আধুনিক ও বিশেষায়িত সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সৃষ্টি করা হবে এবং আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের অসুস্থতা ও মৃত্যু হ্রাস করে জীবনমান উন্নত করা হবে। চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক কারিগরি শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাও প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পটির আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৪১.২৬ কোটি টাকা; জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৪১.১০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.৬২%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়, যানবাহন ভাড়া এবং হাসপাতাল ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৫) লালকুঠি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পটি ৪৯.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট (আন্তঃ ও বহিঃবিভাগ) হাসপাতাল সেবার মাধ্যমে লালকুঠি, মিরপুর এলাকায় প্রায় ৩০ লক্ষ জনগোষ্ঠীর মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পটির আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩৬.০২ কোটি টাকা; জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৫.০০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৯৭.১৭%। প্রকল্পটি ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের সমুদয় কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল নির্মাণ (ভবনের ৭ম-১০ম তলা পর্যন্ত), মেরামত, পূর্ত, টিকা ও ঔষধ ক্রয়, বিছানাপত্র, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, কম্পিউটার, মোটরযান ও আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি।

৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি/অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (HPNSP)

জাতীয় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, “স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক (Health, Nutrition & Population)” জাতীয় নীতিমালা এবং HNP সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশলের (Strategy) আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে মোট ১,১৫,৪৮৬.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত “স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (HPNSP)” শীর্ষক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (SDG) রূপান্তরের ক্রান্তিকালে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিটি শুরু হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এর প্রধান ফোকাস ছিল স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; অপরদিকে এ খাতের বৃহত্তর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে পরিবেষ্টন করেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ২০৩০ সনের মধ্যে অর্জিত হবে। HPNSP'র উন্নয়ন ব্যয় ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের (ওপি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে ; তন্মধ্যে ১০টি ওপি এ বিভাগের আওতাভুক্ত, যা নিম্নরূপ:

(১) ম্যাটারনাল চাইল্ড, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ কেয়ার (MCRAH ২০১৭-২০২২): ওপির মোট ব্যয় ১৩৬৭.৫১ কোটি টাকা। ওপি বাস্তবায়নের ফলে মা-শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২০৬.০০ কোটি টাকা: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৮৯.২৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯১.৮৮%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঔষধ, ডেলিভারী কিট, চিকিৎসা সামগ্রী, মায়ের ব্যাংক ক্রয়, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(২) ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম (CCSDP ২০১৭-২০২২): ওপির মোট ব্যয় ১৪৯৮.৪২ কোটি টাকা। এই ওপির উদ্দেশ্য হলো ২০২২ সালের মধ্যে মোট প্রজনন হার ২ অর্জন এবং Contraceptive Prevalence Rate (CPR) ৬২.৪ থেকে ৭৫% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে Long Acting Permanent Method সহ অন্যান্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা শক্তিশালীকরণ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩৩৯.৪৫ কোটি টাকা: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৯৮.২২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮৭.৮৫%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে Implant, MSR, Drugs ক্রয়, মেডিকেল যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ক্রয়, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সার্ভে, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম (FPFSD ২০১৭-২০২২): ওপির মোট ব্যয় ১৪৪৯.৩৮ কোটি টাকা। ২০২২ সালের মধ্যে মোট প্রজনন হার ২ অর্জনের লক্ষ্যে এই ওপির মাধ্যমে মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২৮৭.১৫ কোটি টাকা: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭৭.৭৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৬.৭৩%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ক্রয়, স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংঘটন, ওয়ার্কশপ কনফারেন্স, প্রশিক্ষণ, স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন (PME ২০১৭-২০২২): ওপির মোট ব্যয় ২৪.৮৬ কোটি টাকা। এই ওপির উদ্দেশ্য হলো পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যান প্রস্তুতকরণ,বাস্তবায়নসহ সার্বিক বিষয়ে কার্যকরী সমন্বয় সাধন এবং মাঠ পর্যায়ে performance পরিবীক্ষণ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৫.৭৫ কোটি টাকা: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.৭৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৬৫.৮০%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কর্মশালা, ওপিসমূহের সংশোধন ও আর্থিক বিষয়ক কর্মশালা, জিও-এনজিও কোলাবোরেশন কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার সরঞ্জামাদি ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৫) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS ২০১৭-২০২২): ওপির মোট ব্যয় ১৩৩.৪০ কোটি টাকা। এই ওপির প্রধান কাজ হলো আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৫০.০০ কোটি টাকা: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২.৮৮ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮৫.৭৬%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, ভিডিও কনফারেন্স ইক্যুইপমেন্ট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, ডাটা সেন্টার আপগ্রেড ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৬) ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন (IEC ২০১৭-২০২২): ওপির মোট ব্যয় ২৯৩.৪৬ কোটি টাকা। ওপির প্রধান কাজগুলো হলো উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবার চাহিদা সৃষ্টি এবং বাল্যবিয়ের প্রভাব, কৈশোরকালীন গর্ভধারণ, দেরিতে বিয়ে ও প্রথম সন্তান জন্মদানের সুবিধা, প্রসবকালীন-প্রসবোত্তর সেবা, প্রসব পরিকল্পনা, দু সন্তানের মাঝে বিরতি, ছোট পরিবারের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৬৮.২৯ কোটি টাকা: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.৮১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫৫.৩৭%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, সেফ মাদারহুড দিবসসহ অন্যান্য বিশেষ দিবস উদযাপন, সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ক্যাম্পেইন, ফিল্ম-শো, কিশোর-কিশোরীদের জন্য কর্মশালা, রোড-শো, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৭) প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাইস ম্যানেজমেন্ট-এফপি (PSSM-FP ২০১৭-২০২২): ওপির মোট ব্যয় ১৫৬.৪৫ কোটি টাকা। ওপির মাধ্যমে গুদামজাতকরণ, বিতরণ ও সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩১.২০ কোটি টাকা: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২১.১৪ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৭০.৯৬%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিরাপত্তা প্রহরী, পরিবহন ও পণ্য খালাস সংক্রান্ত ব্যয়, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মেইনটেনেন্স ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৮) ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (TRD ২০১৭-২০২২): ওপির মোট ব্যয় ২৪৮.৮৯ কোটি টাকা। প্রশিক্ষণ,গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ করা হলো এই ওপির মূল উদ্দেশ্য। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৫১.৮০ কোটি টাকা: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭.০৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫২.২৭%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, রিসার্স স্টাডি, যানবাহন ক্রয়, ন্যাশনাল সার্ভে ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(৯) মেডিকেল এডুকেশন এন্ড হেলথ ম্যানপাওয়ার ডেভেলপমেন্ট (MEHMD ২০১৭-২০২২): ওপির মোট ব্যয় ১৬৮৬.৫৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই ওপির মাধ্যমে দক্ষ চিকিৎসকশ্রেণী ও স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী তৈরি করা হয় এবং এ লক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৪১৫.০০ কোটি টাকা: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২১৯.০৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫২.৮৭%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, কম্পিউটার-যন্ত্রপাতি, ও আসবাবপত্র ক্রয়, গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা, প্যারামেডিকেল এডুকেশন বোর্ড প্রতিষ্ঠায় সহায়তা, সমাজভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা, IHT & MATS-এ শিক্ষা সহায়তা, বিজ্ঞান মেলার আয়োজন, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(১০) নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি এডুকেশন সার্ভিসেস (NMES ২০১৭-২০২২): ওপির মোট ব্যয় ৪০৬.৮৫ কোটি টাকা। ওপির মূল উদ্দেশ্য হলো নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৭১.৩৪ কোটি টাকা: জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৭.৯৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮১.২২%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, মিডওয়াইফারি স্টুডেন্ট বৃত্তি ভাতা, গবেষণা, সেমিনার, কন্সফারেন্স, কনসালটেন্সি, বইপত্র ও সাময়িকী, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, গাড়ি ক্রয় ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন

এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

লীড বিভাগ হিসেবে লক্ষ্যমাত্রা ৩.৭ বাস্তবায়ন	কো-লীড বিভাগ হিসেবে লক্ষমাত্রা ২.২, ৩.১, ৩.২ ও ৩.৮ বাস্তবায়ন
২টি সূচকঃ ৩.৭.১ এবং ৩.৭.২ • ৩.৭.১: প্রজননক্ষম নারীর আধুনিক পদ্ধতি ব্যাবহারের হার ৭২.৬% থেকে ১০০% এ উন্নীতকরণ • ৩.৭.২: কিশোরী মায়েদের সন্তান জন্মদানের হার ৭৫ থেকে ৫০ এ নামিয়ে আনা	✓ লক্ষ্যমাত্রা ২.২ পুষ্টি মান উন্নয়ন ✓ লক্ষ্যমাত্রা ৩.১ মাতৃমৃত্যু হ্রাস ✓ লক্ষ্যমাত্রা ৩.২ শিশু মৃত্যু হ্রাস ✓ লক্ষমাত্রা ৩.৮ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অভীষ্ট-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) সরাসরি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ অভীষ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জন এবং নিরাপদ, মানসম্মত, কার্যকর ঔষধ ও টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এর ৩.৭ লক্ষ্যমাত্রার ২টি সূচকে লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যা নিম্নরূপঃ

লক্ষ্যমাত্রা ৩.৭: ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য ও শিক্ষাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকে জাতীয় কৌশল ও কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা। এর আওতায় ২টি সূচক রয়েছে-

- (৩.৭.১) আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা চাহিদা পূরণ করা হয়েছে প্রজননক্ষম (১৫-৪৯ বছর বয়সী) এমন নারীর অনুপাত ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা;
- (৩.৭.২) একই সময়ে প্রতি ১,০০০ কিশোরী মায়েদের (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছর বয়সী) মধ্যে সন্তান জন্মদানের হার ৫০ এ নামিয়ে আনা।

অগ্রগতি: Multiple Indicator Cluster Survey(MICS) ২০১৯ এর প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা আধুনিক পদ্ধতিতে প্রজনন চাহিদা (১৫-৪৯ বছর) পূরণের হার হলো ৭৭%; যা ইতোমধ্যে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির ২০২২ সালের টার্গেট-৭৫% অতিক্রম করেছে। অপরপক্ষে, এসভিআরএস-২০১৫ অনুযায়ী প্রতি ১০০০ কিশোরী মায়েদের মধ্যে (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছর বয়সী) সন্তান জন্মদানের হার ছিল ৭৪% (এসভিআরএস-২০১৮) যা আগামী ২০২২ এর মধ্যে ৭০% এ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে, মোট প্রজনন হার ২.৩ (বিডিএইচএস-২০১৪) হতে ২.০৫ (এসভিআরএস-২০১৮) এ হ্রাস পেয়েছে।

কো-লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব

এ বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২ (ক্ষুধা মুক্তি) এর ২.২ লক্ষ্যমাত্রার ২টি সূচক এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এর ৫টি সূচক অর্থাৎ মোট ৭টি সূচকে কো-লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে লীড মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করে থাকে, যা নিম্নরূপ:

লক্ষ্যমাত্রা-২.২: ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বকায় ও বুদ্ধবিকাশ শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান। সূচকদ্বয় নিম্নরূপ:

- অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বিত বিকাশের ব্যাপকতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি <-২) (২.২.১);
- অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থুলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় <-২ বয়সী শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মানদণ্ডের মধ্যমা হতে পরিমিত ব্যবধান) (২.২.২)।

লক্ষ্যমাত্রা-৩.১: ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০ এর নিচে নামিয়ে আনা এবং প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ৮০% এ উন্নীতকরণ।

লক্ষ্যমাত্রা-৩.২: ২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২ তে এবং প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে অনূর্ধ্ব ৫ শিশুমৃত্যুর হার কমপক্ষে ২৫ এ নামিয়ে আনা এবং

লক্ষ্যমাত্রা-৩.৮: সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন;

কো-লীড হিসেবে অগ্রগতি

- এসভিআরএস-২০১৮ এর তথ্য অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সের শিশু মৃত্যুর (USMR) হার ২৯ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) যা, ইতোমধ্যে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির ২০২২ সালের টার্গেট-৩৪ অতিক্রম করেছে;

- নবজাতক শিশুমৃত্যুর হার ১৬ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)(এসভিআরএস-২০১৮) যা, ইতোমধ্যে ২০২২ সালের টার্গেট-১৮ অতিক্রম করেছে অর্থাৎ সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে উপর্যুক্ত ২টি ক্ষেত্রে টার্গেট এর বেশি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে;

- দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের হার ৯.৫ (১৯৯৪) হতে যথাক্রমে ৪২.১% (২০১৪) এবং ৫৩% (২০১৭, বিডিএইচএস) বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৬৫%, যা অর্জন করা সম্ভব হবে;

- মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) বর্তমানে ১৬৯ (এসভিআরএস-২০১৮) যা ২০২২ সালের মধ্যে ১২১ এ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে প্রতীয়মান হয়।

- এছাড়াও, এ বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডিজি'র মোট ২৮টি সূচক অর্জনে লীড ও কো-লীড মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা করে থাকে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমন্বয়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচক সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এ দুয়ের আলোকে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রা ৩.৭ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ লীড হিসেবে কাজ করছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট প্রজনন হার (২.৩ বিডিএইচএস ২০১৪, লক্ষ্যমাত্রা ২.০, ২০২০), অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যু হার (৪৬ বিডিএইচএস ২০১৪, লক্ষ্যমাত্রা ৩৭, ২০২০), শিশু মৃত্যু হার (৩৮ বিডিএইচএস ২০১৪, লক্ষ্যমাত্রা ২০, ২০২০), মাতৃমৃত্যু অনুপাত (১৭০ এমএমইআইজি ২০১৩, লক্ষ্যমাত্রা ১০৫, ২০২০), ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের হার (৩২.৬ বিডিএইচএস ২০১৪, লক্ষ্যমাত্রা ২০, ২০২০), ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার (৩৬.১ বিডিএইচএস ২০১৪, লক্ষ্যমাত্রা ২৫, ২০২০), প্রশিক্ষিত ধাত্রী কর্তৃক প্রসব সেবা প্রদানের হার (৪২.১ বিডিএইচএস ২০১৪, লক্ষ্যমাত্রা ৬৫, ২০২০) এবং কন্ট্রাসেপটিভ প্রিভেলেন্স রেট (সিপিআর) (৬২.৪ বিডিএইচএস ২০১৪, লক্ষ্যমাত্রা ৭৫, ২০২০) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির আওতায় অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে মোট প্রজনন হার, শিশুমৃত্যু হারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে; অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ে অর্জন করা সম্ভব হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২০১৭-২২ সালের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিতে কৈশোর স্বাস্থ্যসেবাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শুধুমাত্র কৈশোর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য মা, শিশু, প্রজনন ও বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি (এমসিআরএএইচ) নামক একটি প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার, কৌশলগত স্বাস্থ্য সেবা, অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাসের টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য এ বিভাগের আওতায় ১০টি অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে প্রণীত বিভিন্ন কমিটি

- এসডিজি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন;
- এসডিজি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন;
- এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন;
- এসডিজি বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন জাতীয় আন্তর্জাতিক সূচকের জন্য মানসম্মত, হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে পরিসংখ্যান সেল গঠন;
- এসডিজি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

মানব সম্পদ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ৬০০০ এর অধিক ডাক্তার এবং ৪১০০ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ১৩৫০০ কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী (সিএইচসিপি) এবং ১১৪৯ মিডওয়াইফ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, পরিবার কল্যাণ সহকারী (এফডবিউএ) এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাসহ অন্যান্য প্রায় ৩২২৭টি পদে বর্তমানে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সিলর পদে ১০ জন, পেইড ভলান্টিয়ার পদে ৩৩৩৫ জনের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে যারা বাংলাদেশের দুর্গম এলাকাসহ মোট ৮৩টি উপজেলায় কাজ করছে। জেলা পর্যায়ে গাইনী এন্ড অবস এবং এনেস্থেসিস্ট কর্তৃক ২৪ ঘন্টা সেবা কেন্দ্রে অবস্থানপূর্বক জরুরি প্রসবসেবা (সিএমইওসি) প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

কৈশোরকালীন জন্মহারকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হ্রাসের লক্ষ্যে ২০১৭-৩০ মেয়াদের জন্য জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্র অনুমোদিত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজ চলছে। বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রে ৬০৩টি কৈশোরবান্ধব কর্ণার স্থাপিত হয়েছে এবং আরও ২০০টি কর্নার স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এসব কেন্দ্র থেকে ইতোমধ্যে প্রায় ৯.০০ লক্ষ কিশোর-কিশোরী সেবা নিয়েছে। ২৫৪টি পোশাক তৈরি শিল্পে কর্মরত কিশোর-কিশোরীদেরকে এ ধরণের পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা হয়েছে; আরও ৫০০টি এ সেবার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

চাহিদা বৃদ্ধিকরণে গৃহীত পদক্ষেপ

পরিবার পরিকল্পনা সেবার চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে, যেমন- সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (এসবিসিসি) মেলা, পরিবার সম্মেলন, দেশব্যাপী অডিও-ভিজুয়্যাল ভ্যানের মাধ্যমে চলচিত্র প্রদর্শনী, নববিবাহিত দম্পতিদের গিফট বক্স প্রদান ও গর্ভনিরোধক পরিচিতিকরণ, বয়ঃসন্ধি সংক্রান্ত সভা/কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরি, লোকসংগীত ও জারি গানের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরি।

অবকাঠামো

৩৯২৪ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) রয়েছে যেখানে প্রজনন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়; তন্মধ্যে ২৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) থেকে ২৪ ঘন্টা (২৪/৭) সেবা প্রদান করা হয়। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ৮৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (এমসিডবিউসি) রয়েছে; তন্মধ্যে অর্ধেকের বেশি প্রতিষ্ঠান সারাক্ষণ জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদান করে। সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান উন্নয়নের লক্ষ্যে সারাদেশ জুড়ে আরও ৪৯টি এমসিডব্লিউসি, ২০০টি ইউএইচএফডব্লিউসি এবং ৯৯টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় নির্মাণ করা হবে।

উদ্ভাবন

নিবন্ধনের মাধ্যমে সম্পাদিত বিবাহের নব দম্পতিকে দেরীতে গর্ভধারণের লক্ষ্যে সকল নিবন্ধীকরণ কেন্দ্রে গিফট্ বক্স সরবরাহ করা হচ্ছে। এসব বাক্সে গর্ভনিরোধক এবং তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ (আইইসি) সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকে। দুর্গম এলাকায় প্রথম সারির কর্মীদের চুক্তিবদ্ধ নিয়োগের মাধ্যমে এবং গর্ভবর্তী নারীদের নিবন্ধীকরণ ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ এ কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করবে। শহরের বস্তিতে এবং গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত নারীদেরকে প্রথম টার্গেট গ্রুপ ধরলে এ উদ্ভাবনী কার্যক্রমটি আরও প্রসারিত হবে।

কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ

- মোট জনসংখ্যার ২০% কিশোর-কিশোরী হওয়ায় বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবাকে ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রামে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পরিবার পরিকল্পনা সেবার মাধ্যমে ৩০% মাতৃমৃত্যু ও ২০% নবজাতক মৃত্যু হ্রাস করা যেতে পারে। তাছাড়া এসব সেবার মাধ্যমে ৬৬% এর বেশি অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ এবং ৪০% গর্ভপাত কমানো সম্ভব হবে। কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্যের যেকোন উন্নয়নে মোট জনসংখ্যার স্বাস্থ্যমানের উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্য খুব একটা সুরক্ষিত নয় এবং তাদের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত আকারে রয়েছে। সেজন্য জাতীয় চিত্রের তুলনায় কিশোর-কিশোরীদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারকারীর হার জাতীয় গড়ের চেয়ে ১০% পয়েন্ট কম এবং অপূর্ণ চাহিদা জাতীয় গড়ের তুলনায় ৫% পয়েন্ট বেশি। বাংলাদেশের কৈশোরকালীন জন্মহার পৃথিবীতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে;

- বাল্যবিয়ে এখনও একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার আইন থাকলেও ৫৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই (বিডিএইচএস-২০১৪)
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের ৩১ শতাংশ ১ম অথবা ২য় বারের মতো গর্ভবতী হন (বিডিএইচএস-২০১৪)। ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৫২% (বিডিএইচএস-২০১৪)। পরিবার পরিকল্পনা আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের হার মাত্র ৫৪.১ শতাংশ (বিডিএইচএস-২০১৪)
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার এখনও ১২ শতাংশ (বিডিএইচএস-২০১৪)। পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ড্রপআউট এর হার (ঝরে পড়া) এখনও ৩০ শতাংশ। (বিডিএইচএস-২০১৪)
- সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ মায়ের প্রসব এখনও বাড়িতে সংগঠিত হয় (বিডিএইচএস-২০১৪)
- সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে মোট প্রজনন হার অন্যান্য বিভাগের চেয়ে এখনও বেশি (বিডিএইচএস-২০১৪)
- সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধনী-গরিব, শহর-গ্রাম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।
- দুর্গম এলাকার (হাওড়, বাঁওড়, বিল, চর, ছিটমহল, পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকা) জনগণের নিকট এখনও পরিবার পরিকল্পনা সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর দেশব্যাপী সাধারণ জনগণের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জেন্ডার বিষয়ে তথ্য ও সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

- বর্তমানে ১৯৫৮৩ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী, ৩৯৬২ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, ৫৯৬ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ২৩০৭ জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন;
- মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি মাসে ৮টি করে প্রায় ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হচ্ছে। ২৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) থেকে সপ্তাহে সাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা (৭/২৪) স্বাভাবিক প্রসব (normal delivery) সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- ঢাকার আজিমপুরস্থ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএসটিআই) ও মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিস ও ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি) থেকে মা ও শিশু সেবা দেওয়া হচ্ছে;
- ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে জরুরি প্রসূতি সেবা ও অন্যান্য বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ের ১৪টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৪০৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্নার থেকে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে;
- জাতীয় পুষ্টি প্রোগ্রামের সাথে সমন্বয় করে ১১টি জেলার ৯১টি উপজেলায় পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- ২৫৪টি গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত নারী কর্মীদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং আরো ৫০০টি গার্মেন্ট শিল্পে এই সেবা দেয়ার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে;

- নগরের বস্তিবাসীদের পরিবার পরিকল্পনা মা-শিশু স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর 'সেবা ও প্রচার সপ্তাহ' পালন করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ, বাল্যবিয়ে রোধ, দু'সন্তানের মাঝে বিরতি, সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখা, প্রশিক্ষিত সেবাপ্রদানকারী দ্বারা সন্তান প্রসব, গর্ভবতীর সেবা, প্রসবকালীন বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, নব-দম্পতি ও একসন্তান বিশিষ্ট দম্পতি এবং যুবক-যুবতীদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় (টিভি ও রেডিও) বিজ্ঞাপন, স্ক্রল, নাটক, ম্যাগাজিন, অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রয়েছে;
- সারাদেশে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পল্লীগান, পথনাটক, বিলবোর্ড স্থাপন করে ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল' থেকে এ বিষয়ে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য নিম্ন অগ্রগতিসম্পন্ন উপজেলাসমূহে ক্লায়েন্ট ফেয়ার 'গ্রহীতা মেলা', 'পরিবার সম্মেলন' ও 'পরিবার পরিকল্পনা মেলা'র আয়োজন করা হচ্ছে;
- মাতৃমৃত্যু রোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ইতোমধ্যে ১১০টি সচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে;
- গর্ভবতী মায়েদের মোবাইলে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এএনসি, ডেলিভারি ও পিএনসি সেবা নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এসএমএস বা মোবাইল বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে এবং মায়েদের গর্ভকালীন সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে 'মায়েদের ব্যাংক' চালু করা হয়েছে;
- বিদ্যালয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে 'কল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে, যেখান থেকে ২৪/৭ দিন মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়, যার নম্বর ১৬৭৬৭;
- ফেইসবুক ও ইউটিউব-এ পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট এবং পপুলেশন কাউন্সিল অব বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে বয়:সন্ধি স্বাস্থ্য বার্তা নামে একটি বার্তা প্রকাশিত হচ্ছে;
- মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত, নির্ভুল ও সহজভাবে সংগ্রহের জন্য ওয়েব বেজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে;

৯.৩ এসডিজি বাস্তবায়ন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬২০৮.৫০ কোটি টাকা, যা প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩৩৯৪.৩৭ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় দুটি বিভাগে বিভক্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট ৪৬৩৭.৯৬ কোটি টাকা (পরিচালন বাজেট-২৮৭৪.৯৫ কোটি ও উন্নয়ন বাজেট-১৭৬৩.০১ কোটি টাকা), ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট ৫২২৮.০৬ (পরিচালন বাজেট-৩১২৮.০৫ কোটি ও উন্নয়ন বাজেট-২১০০.০১ কোটি টাকা) এবং আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য বাজেট বরাদ্দ মোট ৫৭৫০.৮৭ কোটি টাকা (পরিচালন বাজেট-৩৪৪০.৮৫ কোটি ও উন্নয়ন বাজেট-২৩০.০২ কোটি টাকা)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এ বিভাগের আওতায় ৫টি প্রকল্প ও ১০টি অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো বঙ্গমাতা সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার স্থাপন, বিএসএমএমইউ এ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপন, তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং মীরপুরে লালকুঠি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্ষম করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি। বিচ্ছিন্ন প্রকল্প ছাড়াও সেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে এ বিভাগের আওতায় ১০টি অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব ওপি'র মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও প্রজনন সেবা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১১টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তন্মেধ্যে, ৩টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন প্রকল্প হতে ইতোমধ্যে ২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, ২টি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত শীঘ্রই পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে এবং ১টি প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনাধীন রয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি প্রকল্পের ডিপিপি আগামী ১-২ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাছাড়া, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

- দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা হবে;
- এক বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ওপরে সকলকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে;
- সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে;
- সব ধরনের স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলন করে স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থাকে আরও নির্ভুল ও জনবান্ধব করা হবে। অনলাইনে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা পাওয়া যাবে;
- আয়ুর্বেদী, ইউনানী, দেশজ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখা হবে;
- গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেবার মান বৃদ্ধি এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনার ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা	বর্তমান অবস্থা	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	বছরভিত্তিক কার্যক্রম					সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
					২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩.১৯	১) দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা হবে।	মা, শিশু, প্রজনন এবং কৈশোরকালীন উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'মেটারন্যাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ', সিসিএসডিপি, ফিল্ডসার্ভিস ডেলিভারী প্রোগ্রাম শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	১.১) স্বাভাবিক প্রসবসেবা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রস্তুতকরণ (facility readiness)	১.১.১) পর্যায়ক্রমে সকল পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UH&FWC) ২৪/৭ স্বাভাবিক প্রসবসেবা চালু করা;	১২৫ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১২৫ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১২৫ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১২৫ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১২৫ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৪৬০৭	
			১.২) গর্ভবতী মহিলাকে ANC (at least 4 visits) প্রদানের হার বৃদ্ধি করা;	১.২.১) সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ন্যূনতম ২ জন মিডওয়াইফ পদায়ন করা;	৮৬ টি উপজেলা	৯০ টি উপজেলা	কার্যক্রম চলমান	কার্যক্রম চলমান	কার্যক্রম চলমান		
			১.৩) Skill birth Attendant দ্বারা প্রসুতি সেবা প্রদানের হার বৃদ্ধি করা;	১.৩.১) দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা ডেলিভারী করানো;	৫৫%	৬০%	৬২%	৬৪%	৬৯%		
			১.৪) স্কুলভিত্তিক এডোলেসেন্ট স্বাস্থ্য সেবা প্রচলন করা;	১.৪.১) স্কুল শিক্ষক, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং ছাত্রদেরকে personal hygiene, hand washing, nutrition Ges helminthiasis এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	১০০ টি মাধ্যমিক স্কুল	১০০ টি স্কুল	১০০ টি মাধ্যমিক স্কুল	১০০ টি মাধ্যমিক স্কুল	১০০ টি মাধ্যমিক স্কুল		
			১.৫) সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কৈশোর-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা	১.৫.১) দেশের সকল পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্নার স্থাপন করা;	২০০ সেবা কেন্দ্র	২০০ সেবা কেন্দ্র	২০০ সেবা কেন্দ্র	২০০ সেবা কেন্দ্র	২০০ সেবা কেন্দ্র		
			১.৬) নবজাতককে Comprehensive Neo-born Care Package (CNCP) সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;	১.৬.১) FWA, FWV, SACMO দের পিপিএফপি, এমআর, প্যাক সেবা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০০ জন	১০০০ জন	১০০০ জন	১০০০ জন	১০০০ জন		

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনার ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা	বর্তমান অবস্থা	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	বছরভিত্তিক কার্যক্রম					সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
					২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			১.৭) দেশের প্রতিটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে IYCF কার্যক্রম পরিচালনা।	১.৭.১) ৯০ টি উপজেলায় IYCF কার্যক্রম পরিচালনা;	৯০ টি উপজেলায় IYCF কার্যক্রম পরিচালনা;	IYCF কার্যক্রম চলমান	IYCF কার্যক্রম চলমান	IYCF কার্যক্রম চলমান	IYCF কার্যক্রম চলমান		
			১.৮) প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবার সম্প্রসারণ	১.৮.১) পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারী সক্ষম দম্পতির সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	৩৬.৫৬ লক্ষ	৪২.৫০ লক্ষ	৪৪ লক্ষ	৪৫ লক্ষ	৪৭ লক্ষ		
	২) সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।	ঢাকায় ১টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং সিলেট বিভাগে ৩টি নতুনসহ মোট ৪টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। -অবশিষ্ট বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।	২.১) চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;	২.১.১) অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন;	প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদন	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (১৫%)	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (৪০%)	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (৪৫%)	প্রকল্প সমাপ্ত (১০০%)	২৮০০	
			২.২) রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;	২.২.১) অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন;	প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদন	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (১৫%)	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (৪০%)	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (৪৫%)	প্রকল্প সমাপ্ত (১০০%)	৪৭০০	

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনার ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা	বর্তমান অবস্থা	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	বছরভিত্তিক কার্যক্রম					সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
					২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
			২.৩) সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে;	২.৩.১) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভূমি নির্বাচন/ জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন;	মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভূমি নির্বাচন/ জমি অধিগ্রহণ	প্রকল্প গ্রহণ এবং অনুমোদন	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (১৫%)	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (৩৫%)	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (৪০%)	৩৫০০	
			২.৪) খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;	২.৪.১) খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন এর খসড়া প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণ	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন অনুমোদন	প্রকল্পের জন্য ভূমি নির্বাচন/ অধিগ্রহণ এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন;	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (১৫%)	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন (৩৫%)	৪০০০	
	৩) ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখা হবে	এই লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার (এএমসি) শীর্ষক একটি অপারেশনাল প্ল্যান (২০১৭-২০২২) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	৩.১) ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন।	৩.১.১) বাংলাদেশ ইউনানী, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন ২০১৮ এবং বাংলাদেশ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন ২০১৮ প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন।	আইনের খসড়া অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণ	আইন অনুমোদন	আইন বাস্তবায়ন	আইন বাস্তবায়ন	আইন বাস্তবায়ন	৪৪১	

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনার ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা	বর্তমান অবস্থা	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	বছরভিত্তিক কার্যক্রম					সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
					২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
				৩.১.২) ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া প্রস্তুত করণ।	৪টি	৩টি	৩টি	-	-		
				৩.১.৩) বিইউএমএস/বিএএমএস এবং বিএইচএমএস কোর্স কারিকুলাম মানোন্নয়ন।	৩টি কারিকুলামের মানোন্নয়ন	কারিকুলাম বাস্তবায়ন	কারিকুলাম বাস্তবায়ন	কারিকুলাম বাস্তবায়ন	কারিকুলাম বাস্তবায়ন		
				৩.১.৪) পোষ্টগ্র্যাজুয়েশন কোর্স-এমডি, পিএইচডি কোর্সে স্কলারশীপ প্রদান।	-	১১ জন	০৬ জন	-			
				৩.১.৫) ইউনানী আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে শ্রেণী কক্ষ আধুনিকায়ন (মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর স্থাপন ও ইন্টারনেট সহ আধুনিকায়ন)।	২৫%	৫০%	৭৫%	১০০%			
			৩.২) সরকারী হাসপাতালে এএমসি চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম শক্তিশালী করণ;	৩.২.১) ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ক্রয় ও সরবরাহ।	২১৩টি সেবা কেন্দ্র	২৮৮টি সেবা কেন্দ্র	৩৪১টি সেবা কেন্দ্র	৩৪১টি সেবা কেন্দ্র	৩৪১টি সেবা কেন্দ্র		
				৩.২.২) ক) যন্ত্রপাতি ও এমএসআর খ) আসবাবপত্র সরবরাহ।	ক) ১০০% খ) ২৫%	ক) ১০০% খ) ৫০%	ক) ১০০% খ) ৭০%	ক) ১০০% খ) ৮০%	ক) ১০০% খ) ৮০%		

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনার ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা	বর্তমান অবস্থা	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	বছরভিত্তিক কার্যক্রম					সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
					২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
				৩.২.৩) হাসপাতালে বর্হিবিভাগে রোগী/সেবা গ্রহীতাদের অপেক্ষার কক্ষ বা বসার স্থান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধকরণ (সরকারী ইউনানী আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল, সরকারী ইউনানী আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, সিলেট এবং সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা)।	১০%	৪০%	৬৫%	৯০%	১০০%		
				৩.২.৪) বর্হিবিভাগের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি	২২৫	২৮৮	৩৪১	-	-		
				৩.২.৫) এএমসি প্রোগ্রামে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ।	১১৫৬ জন	২০০০ জন	৩০০০ জন	৩৫০০জন	৩৫০০ জন		
				৩.২.৬) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নতুন বাগান তৈরী।	৪৮২টি	৪৯০টি	৪৯৫টি	৫০০টি	-		

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনার ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা	বর্তমান অবস্থা	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	বছরভিত্তিক কার্যক্রম					সম্ভাব্য ব্যয় (কোটি টাকা)	মন্তব্য
					২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
				৩.২.৬) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নতুন বাগান তৈরী।	৪৮২টি	৪৯০টি	৪৯৫টি	৫০০টি	-		
			৩.৩) ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক বিষয়ে গণ সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ	৩.৩.১) জন সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে পোষ্টার, লিফলেট, বিলবোর্ড এবং অডিও ভিজুয়াল সিডি (নাটিকা) তৈরী ও প্রচার।	পোষ্টার- ২০০০, লিফলেট -৪০০০, বিলবোর্ড-৫০ এবং নাটিকা-০৩ টি	পোষ্টার- ২০০০, লিফলেট- ৪০০০, বিলবোর্ড-৫০ এবং নাটিকা-০৩ টি	পোষ্টার- ২০০০, লিফলেট- ৪০০০, বিলবোর্ড-৫০ এবং নাটিকা-০৩ টি	পোষ্টার- ২০০০, লিফলেট- ৪০০০, বিলবোর্ড- ৫০ এবং নাটিকা- ০৩ টি	-		
				৩.৩.২) এএমসি ট্রিটমেন্ট গাইড লাইন প্রস্তুতকরণ এবং হারবাল ম্যানুয়াল তৈরী।	ট্রিটমেন্ট গাইড লাইন ৩টি (বই আকারে ১৬০০ টি), হারবাল ম্যানুয়াল ২০০০টি	ট্রিটমেন্ট গাইড (বই আকারে ১৫০০ টি), হারবাল ম্যানুয়াল ৩০০০টি	ট্রিটমেন্ট গাইড (বই আকারে ১৫০০ টি), হারবাল ম্যানুয়াল ৩৫০০টি	ট্রিটমেন্ট গাইড (বই আকারে ১৫০০ টি), হারবাল ম্যানুয়াল ৪০০০টি	-		

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচার কার্যক্রম

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে যাতে বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে যথাক্রমে ৩২ ও ৩৪ টি সূচক নির্ধারণ করা হয়। এ বিভাগের সাথে ০৪ টি অধিদপ্তরের পৃথক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অধিদপ্তরসমূহের সাথে মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি'র উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয় ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণের মধ্যে এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

শুদ্ধাচার কার্যক্রম

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এ বিভাগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আসছে। সে প্রেক্ষিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক দুই জন কর্মকর্তা ও এক জন কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার চর্চায় এ বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা পুরস্কার গ্রহণ করছেন
অতিরিক্ত সচিব স্মৃতি রাণী ঘরামী

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

১। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে নৈতিকতা কমিটি গঠন, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সেবাবক্স হালনাগাদকরণ এবং উত্তম চর্চার তালিকা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২। দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন: অংশীজনের সভা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে।

৩। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি: সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নসহ বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাক্রোডিটেশন আইন, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা আইন, বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড আইন প্রণয়নের কাজ চলমান।

৪। তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রম: তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ, দুদকের হট লাইন স্থাপন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ, তথ্য সুরক্ষা বিধিমালা সম্পর্কে অবহিতকরণ, তথ্য নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা হচ্ছে।

৫। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন: দাপ্তরিক কাজে এসএমএস ও ই-মেইল, ভিডিও/অনলাইন টেলি কনফারেন্স, স্কাইপি/মেসেন্জার, ভাইবার, ইউনিকোড, ই-টেন্ডার/ই-জিপি ইত্যাদি অনলাইন সেবার ব্যবহার চালু করা হয়েছে।

৬। উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ: বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৭। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ: পিপিএ ও পিপিআর অনুযায়ী ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন, জিআরএস সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, পরিদর্শন এবং নথির শ্রেণিবিন্যাস করা হচ্ছে।

৮। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম: সেবা সপ্তাহ পালন, রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণ, বদলিকালে প্রমিত নিয়মনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

৯। শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার/প্রণোদনা প্রদান: শুদ্ধাচার চর্চার জন্য ২ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

১০। অর্থ বরাদ্দ: জাতীয় শুদ্ধাচারের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজনের জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন: উক্ত কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ যথা সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ থেকে চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন আইন যুগোপযোগীকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ আইন ২০১৯

দেশে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল শিক্ষার প্রসার এবং মানসম্মত চিকিৎসক তৈরি করার উদ্দেশ্যে বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন এবং উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন বিধায় 'বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০১৯' প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আইনের খসড়াটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'তে পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড আইন ২০১৯

বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত সহযোগী কার্যক্রমে দক্ষ জনবল তৈরি এবং এই রুপ শিক্ষার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে The State Medical Faculty of Bangladesh এর রূপান্তরক্রমে একটি বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সমীচীন ও প্রয়োজন বিধায় 'বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৯' প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ এ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৯'(খসড়া) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'তে পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৯

স্বাস্থ্য শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমকে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন সংক্রান্ত বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৯' এর খসড়াটি চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা আইন ২০১৯

The Bangladesh Unani And Ayurvedic Practitioners Ordinance ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই তারিখে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স নং-৩২/১৯৮৩), যাহা-১৪/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভা বৈঠকের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনে রূপান্তর এবং বাংলা ভাষায় প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে উক্ত অর্ডিন্যান্সের ধারাসমূহের সময়োপোযোগীকরণ, সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা সমীচীন ও প্রয়োজন বিধায় "বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা আইন, ২০১৯" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে । বর্তমানে আইনের খসড়াটি চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে/ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি আইন ২০১৯

The Bangladesh Homeopathy Practitioners Ordinance ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই তারিখে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স নং-৩২/১৯৮৩), যাহা-১৪/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভা বৈঠেকের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনে রূপান্তর এবং বাংলা ভাষায় প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে উক্ত অর্ডিন্যান্সের ধারাসমূহের সময়োপোযোগীকরণ, সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা সমীচীন ও প্রয়োজন বিধায় "বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি আইন, ২০১৯" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে । বর্তমানে আইনের খসড়াটি চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে /কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নীতিমালাসমূহ

সরকারি চাকুরিরত চিকিৎসকদের দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পর্কিত 'প্রেষণ নীতিমালা-২০১৯' এবং 'মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা-২০১৯' যুগোপযোগী করা হয়েছে। 'মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/প্রতিষ্ঠান এর এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশীপ প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশীপ ভাতা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯' এবং 'বিএসসি ইন নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০১৯' নামে দুটি নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়াসন এন্ড সার্জনর্স আইন ২০১৮

Bangladesh College of Physicians and Surgeons Order ১৯৭২ (President`s Order No,63 of ১৯৭২) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন বিধায় বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়াসন এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৮

দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও সেবার মান এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের নিমিত্ত সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে 'সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে ।

The Medical Colleges (governing bodies) Ordinance ১৯৬১ রহিতকরণ

বর্তমানে বিদ্যমান মেডিক্যাল কলেজের গভর্নিং বডি সংক্রান্ত অন্যান্য আইন/অধ্যাদেশের সাথে The Medical Colleges (governing bodies) Ordinance ১৯৬১ তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং উপযোগিতা যাচাই করে এর কোন উপযোগিতা পরিলক্ষিত না হওয়ায় আইনটি রহিতকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে রহিতকরণের নিমিত্ত প্রণীত খসড়া আইনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন-২ শাখার 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি' তে পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

The Bangladesh Medical & Dental Council Act ২০১০ রহিতকরণ

"The Medical Degrees Act, ১৯১৬ এর কার্যকারিতা যাচাইয়ান্তে এর প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ The Bangladesh Medical & Dental Council Act, ২০১০ এর সাথে সাংঘর্ষিকতা পরিলক্ষিত হওয়ায় আইনটি রহিতকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে রহিতকরণের নিমিত্ত প্রণীত খসড়া আইনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন -২ শাখার 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি' তে পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ইনোভেশন ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমকে ডিজিটাল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ই-নথি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে (বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গ্রেডেশন তালিকায় ৩৭ টি বিভাগের মধ্যে এ বিভাগের অবস্থান ৪র্থ)।
- ডিজিটাল হাজিরা মেশিন (ফেইস ডিটেক্টরসহ) স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১০১টি ক্রয় কার্যক্রমের মধ্যে ৩৮টি ইজিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা, জরুরি প্রসূতি সেবা, নবজাতক ও শিশু সেবা, কৈশোর ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য 'সুখি পরিবার' শীর্ষক ২৪/৭ কল সেন্টার (নম্বর ১৬৭৬৭) স্থাপন করা হয়েছে।
- 'ভয়েস-কল'-এর মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মোবাইল এ্যাপস ভিত্তিক Digital Monitoring System (DMS) চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান কার্যক্রম তদারকি করা হয়।
- পরিবার পরিকল্পনা সহকারী রেজিস্টার (FWA Registar- 9th Version) এর তথ্য Electronic Management Information System (EMIS) এর মাধ্যমে সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (২০টি জেলার ১২৩টি উপজেলায় চলমান, ২টি উপজেলায় সম্পন্ন)।
- গর্ভবতী মা, সক্ষম দম্পতি, শিশু ও নবজাতকদের সেবা বার্তা প্রদানে সমন্বিত ই-টুলকিট তৈরি করা হয়েছে যা ই-লার্নিং কোর্স হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
- স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি খাতে ব্যবহৃত সকল উপকরণ সমৃদ্ধ ডিজিটাল আর্কাইভ গড়ে তোলা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক অনলাইন ভিত্তিক ত্রৈমাসিক ই-বুলেটিন প্রকাশিত হচ্ছে।
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের উপকরণাদি ক্রয়, মজুদ ও বিতরণ মনিটরিং এর জন্য Supply Chain Management Portal (SCMP) চালু করা হয়েছে (www.scmpbd.org)
- আজিমপুর ও মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু হাসপাতাল অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি ও ব্যক্তিগত তথ্যের ডাটাবেজ (Human Resource Information System (HRIS) চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এ ওয়েব-বেজ্ড Asset Management System চালু করা হয়েছে।
- নিপোর্ট এ ওয়েব-বেজ্ড Training Management System চালু করা হয়েছে।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরে Personnel Management Information System (PMIS) চালু করা হয়েছে।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরে অনলাইন সফটওয়্যার ভিত্তিক Nurse-Midwives Education Management System চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম

- মেডিকেল, ডেন্টাল ও নার্সিং কলেজসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা অনলাইন ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।
- হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সমন্বিতভাবে সম্পন্ন হবে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ

- মোবাইল মেসেজ এর মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক সেবা নিশ্চিত করা (এ উদ্যোগটি ২০১৭ সনে জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত)
- ডিপো কর্নার চালু (সক্ষম দম্পতির জন্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট স্থানে Sensitization কর্মসূচি গ্রহণ করা)
- গর্ভবতী মায়েদেরকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সারাদেশে 'মায়ের ব্যাংক' সঞ্চয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন
- সিলেট বিভাগে সান্ধ্যকালীন স্যাটেলাইট কার্যক্রম চালু
- নববিবাহিত দম্পতিদের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিফট বক্স প্রদান। গিফট বক্সে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও লিফলেট থাকে।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বিশেষ উদ্যোগ

পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত প্রায় ১১ লক্ষাধিক মিয়ানমার নাগরিককে আশ্রয়দান বিশ্বব্যাপী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরিচিত করেছে 'মানবতার মহান নেত্রী' হিসেবে। আর্ত-মানবতার প্রতি সেবা ও সম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকে কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় স্থাপিত ৩০টি ক্যাম্পে এ সকল নাগরিককে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে এবং পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা পূরণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ১৯টি দেশীয় বেসরকারী সংস্থা এবং ৫টি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এসকল সেবা প্রদান করা হয়।

ইপিআই ও বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব (যেমন হাম, কলেরা ও ডিপথেরিয়া) দেখা দিলে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথভাবে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সাতটি জরুরি মেডিকেল টিমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ২ জন মেডিকেল অফিসার, ০৭ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এবং ৯১ জন Paid Peer Volunteer স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের সাথে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এ সকল সেবা প্রদান করছেন। কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের পাশাপাশি কক্সবাজার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ২টি সদর ক্লিনিক, ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ২টি আরডি ও ১৭টি এনজিও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভকালীন সেবা, প্রসব সেবা, প্রসবোত্তর সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, শিশু সেবা, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত গর্ভবতী রোহিঙ্গা নারীদের ১,৩১,০৬৭ বার এএনসি সেবা, ৩,৩২৯টি প্রসব সেবা এবং ২১,৪৭০ বার পিএনসি সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ৩৫,০০০ গর্ভবতী মাকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও ৩,২৮,২৮৪ জন ০-৫ বছর বয়সী শিশুসেবা, ৭,৬৩,৭৩৪ জন সাধারণ রোগীর সেবা এবং ১,০০,১১০ জনকে অন্যান্য প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ১,৩০,২৩২ টি। সেই সাথে ২,০৪,১৩৫ জন নাগরিককে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে এবং ১,৭৫,৩৭৮ জন নাগরিককে মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে কাউন্সেলিং করা হয়েছে। এছাড়াও বিনামূল্যে ২২ প্রকার বিভিন্ন ধরণের ওষুধ নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। ইউএনএফপিএ প্রদত্ত একটি এ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষণিক জরুরি প্রসূতিসেবা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রোহিঙ্গাদের নিজস্ব ভাষায় তৈরি সচেতনতামূলক ভিডিও অডিওভিজ্যুয়াল ভ্যান দ্বারা প্রচার, পথনাটকের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়নে কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, কাউন্সেলিং কিটসহ অন্যান্য প্রচার সামগ্রী বিতরণ এবং রোহিঙ্গা ধর্মীয় নেতা (মাঝি) ও স্থানীয় ইমামদের নিয়ে ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা শীর্ষক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। এর ফলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ১৫-২০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫% এ উন্নীত হয়েছে এবং মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে সচেতনতা পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

চ্যালেঞ্জ	উত্তরণের উপায়
মেডিকেল কলেজে বেসিক সাবজেক্টসহ অন্যান্য সাবজেক্টের শিক্ষক সংকট	১. আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে বেসিক সাবজেক্ট এর শিক্ষকদের ১০০% নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা চালু (অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরিত) ২. শিক্ষক পদায়নের দায়িত্ব এ বিভাগে ন্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে দ্রুত শিক্ষক পদায়ন ৩. ভবিষ্যতে বিসিএস (চিকিৎসা শিক্ষা) ক্যাডার চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে
বেসরকারি মেডিকেল শিক্ষার মানোন্নয়ন	১. বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালন আইন ২০১৯ চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন ২. প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অ্যাক্রেডিটেশন আইন ২০১৯ চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন ৩. মনিটরিং জোরদারকরণ ৪. মানভিত্তিক গ্রেডেশন পদ্ধতি প্রবর্তন
নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও প্যারামেডিক কোর্সের মানোন্নয়ন	১. নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও প্যারামেডিক শিক্ষাবোর্ড গঠন ২. স্থায়ী শিক্ষক কাঠামো গঠন ৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরী শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত ডিপ্লোমা নার্সিং/ প্যারামেডিক পরীক্ষা বন্ধ করা
প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধিকরণ	১. ব্যবহার অনুপযোগী ৫৭৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ ২. নির্মিত ও নির্মানাধীন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের জনবল নিয়োগ ৩. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্থাপনাগুলোর নির্মাণ/পুন:নির্মাণ এর দায়িত্ব এ বিভাগে ন্যস্ত করা
কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ	১. কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি পৃথক ওপি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ২. সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্নার স্থাপন ৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম সমন্বিতকরণ
শহরাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	১. সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার প্রত্যেক ওয়ার্ডে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চালু ২. স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর সাথে সমন্বয় জোরদারকরণ
বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ	১. অতিরিক্ত জনবল ও অর্থের সংস্থান ২. প্রেষণে/সংযুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের আর্থিক প্রণোদনা ৩. রোহিঙ্গা মাঝি এবং ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

পরিকল্পনা	বাস্তবায়নকাল
এসডিজি'র স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০৩০
সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত এ বিভাগ সম্পৃক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	২০২৩
বিভাগের আওতাধীন ব্যবহার অনুপযোগী সকল সেবা কেন্দ্র চালু করা	২ বছর
মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট এর ছাত্রী নিবাস নির্মাণ	৪ বছর (পর্যায়ক্রমে)
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন	৬ মাস
স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা সমন্বিতকরণ	৬ মাস
উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষায় প্রেষণ নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ	১ বছর
মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষা কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণ	১ বছর
নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড স্থাপন	১ বছর ৬ মাস
প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	পর্যায়ক্রমে
প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন	পর্যায়ক্রমে
BSMMU কে Non-Practicing হাসপাতালে উন্নীতকরণ	১ বছর ৬ মাস
ই-ফাইলিং কার্যক্রম পুরোপুরি বাস্তবায়ন	১ বছর
শতভাগ ই-টেন্ডার চালু	১ বছর
মেডিকেল কলেজগুলোর মানভিত্তিক গ্রেডেশন পদ্ধতি প্রবর্তন	২ বছর
১১৫টি সাবেক ছিটমহলে দম্পতিভিত্তিক ইউনিট সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগ	২ বছর
আয়ুর্বেদিক, ইউনানী, দেশজ ও হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার মানোন্নয়ন	২ বছর

ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ

ADP	:	Annual Development Program
AMS	:	Asset Management System
APA	:	Annual Performance Agreement
APPS	:	Application Software
AUAFP	:	Accelarating Universal Access to Family Planning
BCC	:	Behaviour Change Communication
BCPS	:	Bangladesh College of Physicians and Surgeons
BDHS	:	Bangladesh Demographic and Health Survey
BHFS	:	Bangladesh Health Facility Survey
BHMS	:	Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery
BIM	:	Bangladesh Institute of Management
BIMSTEC	:	Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
BMDC	:	Bangladesh Medical and Dental Council
BMRC	:	Bangladesh Medical Research Council
BMS	:	Bangladesh Midwifary Society
BNA	:	Bangladesh Nurses Association
BNMC	:	Bangladesh Nursing and Midwifery Council
BSMMU	:	Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University
CBC	:	Complete Blood Count
CBT	:	Competancy Based Training
CCSDP	:	Clinical Contraception Services Delivery Program
CHCP	:	Community Health Care Provider
CMEOC	:	Comprehensive Emergency Obstetric Care
CNC	:	Comprehensive Newborn Care
CNCP	:	Comprehensive Neo-born Care Package
CPR	:	Contraceptive Prevalence Rate
DGFP	:	Director General-Family Planning
DGHS	:	Director General-Health Services
DGNM	:	Director General-Nursing and Midwifery
DHIS2	:	District Health Information System
DHMS	:	Diploma of Homeopathic Medicine and Surgery
DMS	:	Digital Monitoring System
DRS	:	Digital Registration System
E-GP	:	Electronic Government Procurement
eMIS	:	Electronic Management Information System
FDMNs	:	Forcibly Displaced Myanmar Nationals
FPI	:	Family Planning Inspector

FWA	:	Family Welfare Assistant
FWC	:	Family Welfare Centre
FWVTI	:	Family Welfare Visitors Training Institute
GAVI	:	Global Alliance for Vaccinization and Immunization
GoB	:	Government of Bangladesh
HA	:	Health Assistant
HED	:	Health Engineering Department
HINARI	:	Health Inter Network Access to Research Initiative
HPNSP	:	Health, Population and Nutrition Sector Programmme
HRIS	:	Human Resource Information System
HSD	:	Health Services Division
IEC	:	Information, Education and Communication
IHT	:	Institute of Health Tecnology
IYCF	:	Infant Young Child Feeding
JPGSPH	:	James P Grants School of Public Health
LARC/PM	:	Long Acting Reversible Contraceptive/Permanent Method
LOC	:	Letter of Collaboration
MATS	:	Medical Assistant Training School
MCH-FP	:	Maternal and Child Health- Family Planning
MCHTI	:	Maternal and Child Health Care Training Institute
MCRAH	:	Maternal, Child, Reproductive and Adolescent Health
MCWC	:	Mother and Child Welfare Centre
MDG	:	Millenium Development Goals
MEFWD	:	Medical Education and Family Welfare Division
MEHMD	:	Medical Education and Health Manpower Development
MFSTC	:	Mohammadpur Fertility Service and Training Centre
MICS	:	Multiple Indicator Cluster Survey
MIS	:	Management Information System
MMR	:	Maternal Mortality Rate
NAPD	:	National Accademy for Planing and Development
NCD	:	Non-Communicable Disease
NIANER	:	National Institute of Advanced Nursing Education and Research
NILIB	:	NIPORT Library Database
NIPORT	:	National Institute of Population Research Training
NMEMS	:	Nurse-Midwifes Education Management System
NMES	:	Nursing and Midwifery Education Services
NSV	:	Non-Scalpel Vasectomy
PFD	:	Physical Facilities Development
PME	:	Planning Monitoring and Evaluation
PMIS	:	Personal Management Information System
PPFP	:	Post Partum Family Planning
PPV	:	Paid Peer Volunteer

PSSM	:	Procurement, Storage and Supply Management
RADP	:	Revised Annual Development Program
RPA	:	Reimbursable Project Aid
RPTI	:	Regional Population Training Institute
RTC	:	Regional Training Centre
SACMO	:	Sub-Assistant Community Medical Officer
SCANU	:	Special Care & Newborn Unit
SCMP	:	Supply Chain Management Portal
SDG	:	Sustainable Development Goals
SRHR	:	Sexual and Reproductive Health and Rights
SVRS	:	Statistical Vital Registration System
TFR	:	Total Fertility Rate
ToT	:	Training of Trainers
TRD	:	Training, Research and Development
UESD	:	Utilization of Essential Service Delivery
UHFWC	:	Union Health and Family Welfare Centre
UNFPA	:	United Nations Population Fund
USAID	:	United States Agency for International Development
UFMR	:	Under Five Mortality Rate
WHO	:	World Health Organization

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
www.mefwd.gov.bd